সাধারণ ব্যবস্থা

গির্জা উৎসর্গীকরণ

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

কোন গির্জার নিজের উৎসর্গবার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, যারা তোমার আশীর্বাদে প্রতি বছর এই পবিত্র মন্দিরের উৎসর্গ-বার্ষিকী পালন করে, তোমার সেই জনগণের প্রার্থনা গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এখানে সর্বদাই তোমার উদ্দেশে শুদ্ধ সেবাকর্ম সম্পাদন করতে পারি, ও লাভ করতে পারি মুক্তির পূর্ণতা।

সকল গির্জায় পালনীয় কোন প্রধান গির্জার উৎসর্গ-বার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তুমি তো জীবন্ত ও মনোনীত প্রস্তর নিয়েই তোমার মাহাত্ম্যের এক শাশ্বত বাসস্থান প্রস্তুত কর। তোমার মণ্ডলীতে তোমার দেওয়া সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ শত ধারায় সঞ্চার কর, যেন স্বর্গীয় যেরুসালেমের নির্মাণকর্মের উদ্দেশ্যে তোমার বিশ্বস্ত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিকল্প

হে ঈশ্বর, তোমার জনগণের সম্মিলনকে তুমি নিজেই মণ্ডলী নাম দিয়েছ। তাই আশীর্বাদ কর: তোমার নামে সমবেত হয়ে তোমার জনগণ যেন ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, এবং তোমাকে অনুসরণ ক'রে তোমার সুপরিচালনায় প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় আবাসে উপনীত হতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, ৯৪৯।

বাণী পাঠ **এফে ২:১৯-২২**

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

শ্লোক

প্র তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।
উ তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।
প্র চিরদিন চিরকাল,
উ পবিত্রতাই শোভা পায়।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।

পাস্কাকাল

প্র তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র চিরদিন চিরকাল,
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যেরুসালেমের সঙ্গে আনন্দ কর, * তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই,
যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত **সাম ৯৫**

ধুয়ো : হে খ্রীষ্টের কনে মণ্ডলী,
তোমার বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসেন ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

১। পরম পিতার পুত্র খ্রীষ্ট
দিব্য পর্বতচূড়া হতে
নেমে এলেন এই ভূলোকে
পর্বত থেকেই শৈল যেন,
স্বর্গ ও মর্ত যুক্ত করলেন
সংযোগপ্রস্তর যেন।

২। অবিরত স্বর্গমন্দির
ঐশগানে পরিপূর্ণ ;
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর
দিবারাত্র প্রশংসিত,
সে-ই গানে যোগদান করতে
মোরা নিমন্ত্রিত।

৩। মর্তে মন্দির যত, প্রভু,
কর পূর্ণ তব বিভায়।
তোমায় ডাকি, এসো, তুমি,
মোদের দশা কর দর্শন,
তব দিব্য অনুগ্রহ
হৃদে কর বর্ষণ।

৪। এখানে একত্র হয়ে
তোমায় ডাকে ভক্তবৃন্দ ;
তব রক্ষা করে ভিক্ষা,
তব কৃপার যত দান,
দেহ ছেড়ে একদিন লাভবে
তোমার পাশে স্থান।

৫। এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর।

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির !
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

℣ তোমার গৃহে, প্রভু, (আল্লেলুইয়া),
℟ পবিত্রতাই শোভা পায় চিরদিন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * হবেন আমার আপন পরমেশ্বর,
এই প্রস্তরকে বলা হবে ঈশ্বরের গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬
২য় ধুয়ো : মোশী * প্রভু পরমেশ্বরের জন্য
একটি বেদি নির্মাণ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮
৩য় ধুয়ো : যে বাস করে * পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় করে রাত্রিযাপন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯১

℣ আমার গৃহকে (আল্লেলুইয়া)
℟ বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : ধন্য তুমি, প্রভু, * তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প
ধুয়ো : যাকোব * স্বপ্নে এমন সিঁড়ি দেখলেন যার এক মাথা স্বর্গস্পর্শী,
সেটা বেয়ে স্বর্গদূতেরা ওঠা-নামা করছিলেন ;
তখন তিনি বললেন,
এ স্থান সত্যি পবিত্র (আল্লেলুইয়া)।

নতুন যেরুসালেম **গীতিকা তোবিত ১৩:১০-১৩,১৫-১৮**

সকলে প্রভুর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুসালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

হে পবিত্র নগরী যেরুসালেম, †
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,

তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
তবে উল্লাস কর!
ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,

যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
কারণ যেরুসালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।

শান্তিতেই একতা **গীতিকা ইসা ২:২-৩**

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।

বহু জাতি এসে বলবে, †
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।

প্রভুর প্রকৃত উপাসকমণ্ডলী **গীতিকা যেরে ৭:২-৭**

প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর।
সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: †
তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর,
তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব।

যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!'
তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না।
বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ
ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর,

যদি একে অপরের প্রতি
ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর,
যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর,

যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও,
তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই,
এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম
প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত।

ধুয়ো: ধন্য তুমি, প্রভু, তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : যাকোব স্বপ্নে এমন সিঁড়ি দেখলেন যার এক মাথা স্বর্গস্পর্শী,
সেটা বেয়ে স্বর্গদূতেরা ওঠা-নামা করছিলেন ;
তখন তিনি বললেন,
এ স্থান সত্যি পবিত্র (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমি তোমার পবিত্র মন্দির পানে প্রণিপাত করব (আল্লেলুইয়া)।
℟ ওগো প্রভু, আমি করি তোমার নামের স্তুতি (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মথি ৫:২৩-২৪ কিংবা লুক ১৯:১-১০ কিংবা যোহন ২:১৩-২২।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। ভক্তমণ্ডলী এক গৃহ,
খ্রীষ্ট তারই সংযোগপ্রস্তর।
তিনি গৃহ সুসংবদ্ধ
সদা সংরক্ষিত রাখবেন।
পুণ্য সিয়োন, বিশ্বাস কর!
বিশ্বাসগুণে অটল থাকবে।

২। পুণ্য নগর যেরুসালেম
ঐশপ্রেমে পরিপূর্ণা,
জয়োল্লাসে হয়ে মুখর
দিবারাত্র ভক্তিভরে
এক মহেশ্বর পরম ত্রিত্বের
স্তুতিগান প্রচার করে।

৩। এসো তব এ-ই গৃহে,
ওগো পরমেশ্বর, এসো।
তুমি তো যে মঙ্গলময়,
মোদের দশা কর দর্শন ;
গৃহের উপর কৃপা ক'রে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

৪। এ-ই গৃহে সবে শোনে
তব প্রেমের কীর্তি, প্রভু।
সবার আশা—মৃত্যু এলে
তারা তখন স্বর্গেই যাবে,
নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
চিরকালীন বিশ্রাম পাবে।

৫। এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর।

(৮ম শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)।
২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)।
৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)।
৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : রত্ন-মণিতেই * তোমার সমস্ত প্রাচীর,
যেরুসালেমের যত মিনার মণিমুক্তায় তৈরী হবে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ইসা ৫৬:৭**

আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব। তাদের আহুতি ও যজ্ঞগুলো তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে, কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

শ্লোক

℣ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।
℟ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।
℣ আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
℟ তিনি মহাপ্রশংসনীয়।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।

পাস্কাকাল

℣ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জাখেয়, * শীঘ্র নেমে এসো।
কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।
সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাল।
আজ এই বাড়িতে প্রবেশ করেছে পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

মণ্ডলী হল সেই আত্মিক মন্দির স্বয়ং খ্রীষ্ট যার মনোনীত প্রস্তর, আর আমরা নিজেরা যার জীবন্ত প্রস্তর। আসুন, পিতার কাছে তাঁর প্রিয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা ক'রে আমাদের বিশ্বাস ঘোষণা করি:

হে প্রভু, তোমার জনমণ্ডলীকে পবিত্র করে তোল।

-হে পবিত্রতম পিতা, হে দিব্য কৃষক, তোমার আঙুরখেত পরিশুদ্ধ কর, তার যত্ন নাও, তা ফলবান করে তোল, তোমার আশীর্বাদে তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

-হে শাশ্বতকালীন মেষপালক, তোমার পালকে রক্ষা কর, তার বৃদ্ধি ঘটাও, সকল মানুষ যেন একমাত্র পালকের তত্ত্বাবধানে একমাত্র পালে একত্রিত হয়।

-হে উত্তম বীজবুনিয়ে, জগতের মাঠে তোমার বাণীর বীজ বুনে দাও; সেই বীজ যেন তোমার রাজ্যের মাঠে একশ' গুণ ফসল দিতে পারে।

-হে সুদক্ষ গৃহনির্মাতা, তোমার গৃহ সুসংবদ্ধ করে রাখ, তোমার নামে একত্রিত তোমার পরিবার পবিত্র করে তোল, যেন তোমার পুত্রের সেই পবিত্রা কনে সকল মানুষের কাছে নব যেরুসালেমরূপেই উজ্জ্বল প্রকাশ পায়।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : প্রভুর মন্দির পবিত্র,
সেই মন্দির ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ৩:১৬-১৭**

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

প্র তোমার গৃহ ভালবাসি, প্রভু (আল্লেলুইয়া),
উ এই স্থানটি যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : তোমার গৃহে * পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **২ করি ৬:১৬**

আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

প্র যেরুসালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর (আল্লেলুইয়া)।
উ যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ, * সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ

যেরে ৭:২খ,৪-৫ক,৭ক

প্রভুর বাণী শোন তোমরা সকলে, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানে।

প্র প্রবেশ কর প্রভুর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে (আল্লেলুইয়া),
উ তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। পুণ্য নগর যেরুসালেম,
তোমায় বলে শান্তিদর্শন।
জীবনপূর্ণ প্রস্তর নিয়ে
স্বর্গেই তো নির্মিতা তুমি।
দিব্য দূতগণ তোমায় ঘিরে,
শুচি কনেই যেন তুমি।

২। সেই বিবাহ-কক্ষের দিকে
স্বর্গ হতে নেমে আসছ

৩। দেখ, তব তোরণ সকল
যত রত্নে দীপ্তিময়।
সাধুসাধ্বীর যাচনার ফলে
তুমি তাদের করবে বরণ
এখন যারা মর্তলোকে
খ্রীষ্টনাম করে স্মরণ।

৪। মোরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর,
যা ক্লেশ দ্বারা পবিত্রিত,

হয়ে সজ্জিতা, শ্রীমণ্ডিতা, যা নির্মাতার হাতের দ্বারা
পুণ্যের মুক্তা অলঙ্কৃতা— যার যার স্থানে হল স্থিত,
সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সঙ্গে এতে তুমি, পুণ্য নগর,
তুমি যে হবে মিলিতা। থাকবে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

৫। এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতা শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০
২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১
৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ
৫ম ধুয়ো
তপস্যাকালে নয় : যেরুসালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)।

মেষশাবকের বিবাহ **গীতিকা প্রত্যা ১৯:১-২,৫-৭**

আল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই ;
কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল।
আল্লেলুইয়া! আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।

আল্লেলুইয়া! আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
আল্লেলুইয়া! কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে।
তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।

ধুয়ো : যেরুসালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)।
তপস্যাকালে : সর্বজাতি এসে * তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু।

ঈশ্বরের বন্দনাগান **গীতিকা প্রত্যা ১৫:৩-৪**

মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ,
হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ,
হে সর্বজাতির রাজা!

কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?

কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

ধুয়ো: সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু।

বাণী পাঠ **প্রত্যা ২১:২-৩,২২,২৭**

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।' সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

শ্লোক

প্র সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
উ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
প্র তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে,
উ যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

পাস্কাকাল

প্র সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: প্রভু * আপন আবাস পবিত্র করেছেন।
এই তো প্রভুর গৃহ, এইখানে লোকে করবে তাঁর নাম।
লেখাই তো আছে:
এইখানে বিরাজ করবে আমার নাম (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানকে একত্রিত করার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আসুন, আমাদের সেই বিশ্বত্রাতাকে ডাকি:

হে প্রভু, তোমার জনমণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।

-হে প্রভু যীশু, তুমি তোমার গৃহ পাথরের উপরেই নির্মাণ করেছ। বিশ্বাসে ও আশায় আমাদের স্থিতমূল করে রাখ।
-তোমার বুকের বিদ্ধ পাশ থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তোমার নব ও চিরন্তন সন্ধির সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।
-যারা তোমার নামে সম্মিলিত হয়, তুমি তাদের মাঝে উপস্থিত। তোমার মণ্ডলী একাত্ম হয়ে যে প্রার্থনা তোমার চরণে রাখে, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।
-যারা তোমাকে ভালবাসে, তুমি পিতার সঙ্গে তাদের অন্তরে বসবাস কর। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার

প্রেমের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তো তাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

আগমনকাল

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, দূতের শুভসংবাদে তোমার পরমবাণী ধন্যা কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করবেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা প্রকৃত ঈশ্বরজননী ব'লে বিশ্বাস করি, তিনি যেন তোমার কাছে নিয়তই আমাদের মঙ্গলপ্রার্থনা করেন।

জন্মোৎসবকাল

হে ঈশ্বর, তুমি ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে শাশ্বত পরিত্রাণ দানে ধন্য করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁরই দ্বারা আমরা জীবন-প্রণেতা তোমার পুত্রকে পেয়েছি, যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি।

তপস্যাকাল

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র খ্রীষ্টের দেহধারণের কথা জেনেছি, ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন সেই খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, তোমার সেবকদের অপরাধ মনে রেখো না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম যখন তোমার প্রসন্নতা জয় করতে অক্ষম, তখন তোমার পুত্রের জননীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

পাস্কাকাল

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা জগতের সকল মানুষের অন্তরে দিব্য আনন্দ সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: তাঁর কুমারী জননী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন অনন্ত জীবনের আনন্দ লাভ করতে পারি।

বিকল্প

হে ঈশ্বর, যীশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনায় রত তোমার প্রেরিতদূতদের উপর তুমি পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: সেই পবিত্রা মায়ের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে তোমার সেবা করতে পারি, কথাকর্মে তোমার নামের গৌরব প্রচার করতে পারি।

সাধারণকাল

হে প্রভু ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার দাস-দাসী আমরা যেন সর্বদাই দেহ-মনে সুস্বাস্থ্য ভোগ করি, এবং গৌরবমণ্ডিতা নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন এজীবনের অমঙ্গল থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালীন আনন্দ লাভ করতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, তোমার সেবকদের অপরাধ মনে রেখো না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম যখন তোমার প্রসন্নতা জয় করতে অক্ষম, তখন তোমার পুত্রের জননীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

বিকল্প

হে দয়াবান ঈশ্বর, আমাদের ভঙ্গুরতায় তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা আজ অমলোদ্ভবা ঈশ্বরজননীর কথা স্মরণ করি যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে শুচিশুভ্র অন্তরে পুনরুত্থিত হতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র যিনি, সেই নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার মাতৃসহায়তার উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার পরম শান্তি ভোগ করতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যারা পবিত্রতমা কুমারী মারীয়ার গৌরবময় স্মৃতি পালন করি, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন তাঁরই মত আমরাও তোমার অনুগ্রহের পূর্ণতা লাভে ধন্য হতে পারি।

বিকল্প

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যারা পবিত্রতমা কুমারী মারীয়ার আশ্রয় লাভ ক'রে উল্লসিত, তোমার সেই ভক্তগণ যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে মর্তলোকে সমস্ত অনর্থ থেকে রক্ষা পায় ও একদিন স্বর্গলোকে চিরকালীন আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৯৬০।

স্তোত্র

১। মাতা, স্নেহভরে যাচনা
তুমি যে সর্বদা শোন, দেহমনের যত গ্লানি;
গ্রহণ কর মোদের ভিক্ষা,
নিত্য কর মোদের রক্ষা।

২। এসো, মাতা! মোচন কর
অপরাধের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল;
যাতে অন্তর কলুষিত, শেষ পরীক্ষা ভয় না ক'রে
সেই পাপ কর বিনাশিত।

৩। এসো, মাতা! ঘুচিয়ে দাও
সংসারের অনিত্য মায়া,
তবেই মুক্ত হয়ে অন্তর তুলুক সমগ্র ধরণী
স্বর্গের খোঁজ করবে নিরন্তর।

৪। এসো, মাতা! মুছে দাও
বর্তমানে দিও শান্তি,
যাতে লাভি স্বর্গের কান্তি।

৫। মৃত্যুক্ষণে কাছে থেকো,
মাতৃস্নেহ-স্পর্শে যেন
স্বর্গীয় সুখ পাই চিরতরে।

৬। ঐশপ্রসাদ-বস্ত্রে যাঁরা
তোমায় করলেন অলঙ্কৃতা,
সেই ত্রিব্যক্তির জয়ধ্বনি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা (১৯শ শতাব্দী)

ধুয়ো: আমার বিনম্রতার দিকে * মুখ তুলে চেয়েছেন পরমেশ্বর;
আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলে ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি:

প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

-হে মহাকীর্তিকলাপের সাধক পরমেশ্বর, তোমার প্রসন্নতায় তুমি ধন্যা মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের গৌরবের অংশভাগী করেছ। শাশ্বত গৌরবধামে আমাদের চালিত কর।

-তুমি ধন্যা মারীয়াকে আমাদের মা করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে দুর্বলকে শক্তি, দুঃখীকে সান্ত্বনা, পাপীকে ক্ষমা ও সকলকে পরিত্রাণ মঞ্জুর কর।

-তুমি কুমারী মারীয়াকে প্রসাদপূর্ণা করেছ। তোমার পরমাত্মার দানগুলির ঐশ্বর্যদানে আমাদের আনন্দিত করে তোল।

-মণ্ডলীর সকল ভক্তকে একমন একপ্রাণ করে তোল। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন একাত্ম হয়ে যীশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনারত থাকতে পারি।

-তুমি অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে স্বর্গের রানী মর্যাদায় উন্নীত করেছ। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার রাজ্যের চির আনন্দের সহভাগী করে তোল।

আহ্বান সঙ্গীত **সাম ৯৫**

ধুয়ো : **কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,**

এসো, সেই খ্রীষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : এসো, ধন্যা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, করি প্রভুর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

১। স্বর্গমর্ত যাঁকে পূজে
যাঁর প্রভুত্ব করে প্রকাশ,
মা মারীয়ার গর্ভে নিলেন
সেই স্বর্গেশ্বর আপন আবাস।

২। আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার
যিনি হলেন আদিকারণ,
সুকুমারী আপন গর্ভে
একদিন করলেন তাঁকে ধারণ।

৩। ধন্যা মাতা! যিনি স্রষ্টা,
সৃষ্টি যাঁরই করতলে,
তিনি তব পুণ্য গর্ভ
নিলেন আপন সিন্দুক ব'লে।

৪। দূতটি তোমায় বললেন ধন্যা,
আত্মার পুণ্য কনে তুমি ;
প্রতিশ্রুতির কথা মত
নিজের ফল দিল যে ভূমি।

৫। সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযীশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত ;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : পরাৎপর আপন আবাস * পবিত্র করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

℣ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া),
℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করলেন চিরকালের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি জগৎত্রাতাকে গর্ভে বরণ করতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৫

℣ সেই মাতার, আহা, কী গৌরব (আল্লেলুইয়া),
℟ তিনি স্বর্গের রাজাকে জন্ম দিলেন (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই জগৎত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : তাঁর সকল কাজের জন্য
তোমরা প্রভুকে বল ধন্য,
তিনি মারীয়াকে ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন (আল্লেলুইয়া)।

নব যেরুসালেমের আবির্ভাব **গীতিকা ইসা ৬১:১০–৬২:৩**

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, †
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুসালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।

তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

নব যেরুসালেম প্রভুর প্রীতি **গীতিকা ইসা ৬২:৪-৭**

কেউ তোমায় আর ‘পরিত্যক্তা’ বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না ;

বরং তোমায় ডাকা হবে 'আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
সত্যি, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপরে আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।

যারা প্রভুকে স্মরণ কর, তোমরা বিশ্রাম করো না,
তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।

ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ **গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক**

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

ধুয়ো: কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই জগৎত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো: তাঁর সকল কাজের জন্য
তোমরা প্রভুকে বল ধন্য,
তিনি মারীয়াকে ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন (আল্লেলুইয়া)।

℣ সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),
℟ যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র: তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা: মথি ১:১৮-২৩ কিংবা লুক ২:১-১৪ কিংবা লুক ১:২৬-৩৮।
স্তোত্র: প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। তুমি স্বর্গমর্তের রানী,
তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।
যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

২। হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি!

৩। তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

৪। তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযীশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো: প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন,
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো: আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো: আমি * প্রভুর দাসী।
আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো: হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো: তুমিই * যেরুসালেমের গৌরব,
তুমিই ইস্রায়েলের আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ইসা ৬১:১০**

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন;
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

পাস্কাকাল

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হবা * সকলের জন্য বন্ধ করেছিলেন স্বর্গের দ্বার ;
কুমারী মারীয়া আবার তা খুলে দিলেন (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : যুগযুগ ধরে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যীশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

বিকল্প

যিনি কুমারী মারীয়াকে মানবজাতির সাহায্যকারিণী বলে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি :

হে প্রভু, তোমার মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার মুক্তিদায়ী ক্ষমতায় তুমি তোমার মাকে পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে রেখেছিলে। আমাদেরও পাপ থেকে মুক্ত করে রাখ।

-হে মুক্তিদাতা, তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার উপস্থিতির পবিত্রধাম ও পবিত্র আত্মার মন্দির করেছিলে। আমাদেরও পবিত্র আত্মার জীবন্ত মন্দিরে পরিণত কর।

-হে সনাতন বাণী, তুমি তোমার মাকে উত্তম অংশ বেছে নিতে শিখিয়েছিলে। সাহায্য কর, আমরা যেন সর্বদা অনন্ত জীবনের বাণীর অন্বেষণ করি।

-হে রাজার রাজা, তুমি তোমার মাকে সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তোমার স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা করেছ। আমরা যেন স্বর্গের দিকে, তোমারই দিকে চেয়ে থাকি।

-হে স্বর্গমর্তের অধিপতি, ধন্যা মারীয়াকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ে তুমি তাঁকে বিশ্বরানীর মুকুটে ভূষিত করেছ। তোমার কৃপায় আমরাও যেন তাঁর গৌরবের অংশভাগী হতে পারি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **জেফা ৩:১৪,১৫থ**

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা ! জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল ! আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুসালেম কন্যা ! প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল !

℣ সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),
℟ যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : হে ধন্যা মাতা, * হে পবিত্রা কুমারী, হে গৌরবিণী বিশ্বরানী,
প্রভুর কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **জাখা ৯:৯ক**

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। আল্লেলুইয়া।

℣ ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ (আল্লেলুইয়া),
℟ যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : তুমিই * যেরুসালেমের গৌরব,
তুমিই ইস্রায়েলের আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **যুদিথ ১৩:৩১**

যাকোবের তাঁবুতে তাঁবুতে ঈশ্বর তোমাকে ধন্য করেছেন; কারণ যত জাতি তোমার নাম শুনবে, সেই সমস্ত জাতির মাঝে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমার খাতিরে গৌরবান্বিত হবেন।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া),
℟ এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। সাগরের তারা, প্রণাম!
ঈশ্বরজননী, প্রণাম!
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

২। গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম!
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

৩। পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

৪। দেখাও যে তুমি মাতা!
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

৫। সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

৬। জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যীশুর দর্শন:
চির আনন্দ সুখ।

৭। পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রীষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * তুমি ধন্যা!
তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০
২য় ধুয়ো : যিনি তোমাকে গড়লেন, * তুমি তাঁকে জন্ম দিলে।
তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৩য় ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২
৪র্থ ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭
৫ম ধুয়ো : নারীকুলে তুমি ধন্যা,
এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;
তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,
যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।
তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : নারীকুলে তুমি ধন্যা,
এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **গা ৪:৪-৫**

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

শ্লোক

প্র আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℣ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

পাস্কাকাল

℣ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: হে পবিত্রা মারীয়া, * অসহায়কে সহায়তা কর,
ভগ্নপ্রাণকে সুস্থির কর, দুর্বলকে সাহায্য কর:
জনগণের মঙ্গলপ্রার্থনা কর, পুরোহিতবর্গকে রক্ষা কর, সন্ন্যাসিনীদের হয়ে যাচনা কর:
যাঁরা পালন করছেন তোমার স্মৃতি, তাঁরা লাভ করুন তোমার মাতৃস্নেহ (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো: হে মারীয়া, * তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি।
আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে
আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি:

প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রীষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

শনিবারে স্মরণ

সাধারণকালে, শনিবার দিনে, ধন্যা কুমারী মারীয়ার ঐচ্ছিক স্মরণদিবস পালন করা যেতে পারে। নিম্নের অংশগুলি ব্যতীত ধন্যা

কুমারী মারীয়ার সাধারণ ব্যবস্থা পালনীয়।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো: এসো, ধন্যা মারীয়ার স্মরণদিবস উদ্‌যাপন করি,
এসো, করি প্রভুর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

প্রভাতী বন্দনা

বাণী পাঠ **গা ৪:৪-৫**

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

শ্লোক

প্র হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।
উ হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।
প্র তোমার শরণাগত এই আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
উ তুমি তো প্রভুর জননী।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।

বিকল্প

বাণী পাঠ **প্রত্যা ১২:১**

স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

শ্লোক

প্র আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

বিকল্প

বাণী পাঠ **ইসা ৬১:১০**

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন;
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্রা ঈশ্বরজননী, * হে নিত্যকুমারী মাতা,
হে প্রভুর মন্দির, হে পবিত্র আত্মার পবিত্রধাম,
নারীকুলে তুমিই মাত্র প্রভু খ্রীষ্টের দ্বারা হলে মনোনীতা।
জনগণের মঙ্গলপ্রার্থনা কর, পুরোহিতবর্গকে রক্ষা কর, সন্ন্যাসিনীদের হয়ে যাচনা কর।

বিকল্প

ধুয়ো : এসো, * ভক্তিভরে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণদিবস উদ্‌যাপন করি ;
প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কাছে তিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

বিকল্প

ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে,
পরাৎপর পরমেশ্বরের সম্মুখে তুমিই ধন্যা।

বিকল্প

ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা। আল্লেলুইয়া।

বিকল্প

ধুয়ো : তুমি যেরুসালেমের গৌরব, * তুমি ইস্রায়েলের আনন্দ,
তুমি আমাদের জাতির সম্মান।

বিকল্প

ধুয়ো : তোমার মধ্য দিয়েই, * হে অমলোদ্ভবা কুমারী,
আমরা ফিরে পেয়েছি জীবন :
তুমি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলে,
আর আমরা তোমার কাছ থেকে জগৎত্রাতাকে পেলাম।

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থা দ্রঃ।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৯৭২।

১ম ধুয়ো : আমার আজ্ঞা এ : * তোমরা পরস্পরকে ভালবাস,
আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বন্ধুদের জন্য * প্রাণ দেওয়া :
এর চেয়ে বড় ভালবাসা নেই (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : আমি * তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর,
তবেই তোমরা আমার বন্ধু (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : শান্তির সাধক যারা, * শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী ;
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই
তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই
তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **শিষ্য ২:৪২-৪৫**

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও

চিহ্নকর্ম ঘটত। যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত।

শ্লোক

℣ তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।
℟ তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।
℣ তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
℟ যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।

পাস্কাকাল

℣ তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে বুঝতে পারবে।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: তোমরা * যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়,
আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি:
যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ
ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো: প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

জাগরণী

স্তোত্র

১। খ্রীষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।
যীশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

২। স্বর্গীয় যেরুসালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রীষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

৩। খ্রীষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

৪। চরম দিনে খ্রীষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

৫। তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযীশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

পাস্কাকাল

১। মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযীশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

২। স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যীশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

৩। নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
'খ্রীষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।'

৪। গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে'খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

৫। পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যীশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

৬। মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যীশু,
করি প্রচার 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি (আল্লেলুইয়া),
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম (আল্লেলুইয়া),
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে (আল্লেলুইয়া)।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : আমি দেখলাম * নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম (আল্লেলুইয়া)।

প্রভুর যাজকসমাজ **গীতিকা ইসা ৬১:৬-৯**

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',

তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯**

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১**

পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে (আল্লেলুইয়া)।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : আমি দেখলাম নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম (আল্লেলুইয়া)।

℣ তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব (আল্লেলুইয়া)।
℟ সেগুলির উপর উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মার্ক ৩:১৩-১৯।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

সাধারণকালে সন্ধ্যারতির স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ৯৭২।

পাস্কাকাল

১। পাস্কার স্ফূর্তির সংবাদ দিতে
সূর্য অদ্য উল্লসিত ;
প্রেরিতদূতদের চোখে যীশু
নবীন আলোতে ভূষিত।

২। খ্রীষ্টের দেহের ক্ষত, দেখ !
মিটমিট করে তারাই যেন ;
প্রেরিতদূতগণ সাক্ষ্য দিলেন
বিশ্ব বিশ্বাস করে যেন।

৩। ওগো দয়াল খ্রীষ্ট প্রভু,
দখল কর মোদের অন্তর,
মোদের কণ্ঠে বাজে যেন
তব গুণগান নিরন্তর।

৪। পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যীশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

৫। মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যীশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (১১শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : যীশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **এফে ২:১৯-২২**

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

শ্লোক

প্র তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্র তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

পাস্কাকাল

প্র তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: তারা তোমাদের * বিচারসভায় তুলে দেবে,
সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে।
আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে,
যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রীষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ একাত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই দীক্ষাস্নান ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **২ করি ৫:১৯-২০**

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ (আল্লেলুইয়া),
℟ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো: সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **শিষ্য ৫:১২ক,১৪**

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি (আল্লেলুইয়া)
℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **শিষ্য ৫:৪১-৪২**

যীশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মসীহ যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

℣ প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা (আল্লেলুইয়া),
℟ তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

২। তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

৩। তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ:
কর আদেশ: ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

৪। আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে:
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

৫। বিচারপতি যীশুখ্রীষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

৬। যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে।

পাস্কাকালে জাগরণীর উপযুক্ত স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ৯৬৭। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **এফে ৪:১১-১৩**

খ্রীষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

শ্লোক

℣ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
℣ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ ;

℟ প্রভুর গৌরব।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

পাস্কাকাল

℣ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: নবসৃষ্টি-কালে * যখন মানবপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন,
তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

হে প্রভু, তোমার জনমণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

সাক্ষ্যমর

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

পাস্কাকালে নয়

একজনমাত্র পুরুষ

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, তুমিই সাক্ষ্যমর সাধু …কে মৃত্যুযন্ত্রণার উপর জয়ী করেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁর বিজয়োৎসব পালন করি, তোমার অপরাজেয় সহায়তা লাভে যেন শয়তানের ছলনা থেকে মুক্তি পেতে পারি।

বিকল্প

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমিই সাধু …কে তোমার ন্যায়রাজ্যের জন্য মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করার শক্তি দিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার প্রেমের খাতিরে যত দুঃখযন্ত্রণা বরণ করি, এবং তুমিই যে জীবন, সেই তোমারই দিকে যেন মনে প্রাণে এগিয়ে চলতে পারি।

একাধিক পুরুষ

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধু / সাধ্বী … ও … খ্রীষ্টনামের জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা বরণ করেছিলেন। আমাদের দুর্বলতায় তোমার দিব্য সহায়তা দান কর, তাঁরা যেমন তোমার খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করেননি, তেমনি আমরাও যেন তোমার মাহাত্ম্য স্বীকারে অবিচল থেকে জীবনযাপন করতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষ্যমর সাধু / সাধ্বী … ও … যে প্রার্থনা জানান, তার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারি, ও তোমার সত্য বাণীর সপক্ষে নির্ভীক সাক্ষ্য দান করতে পারি।

একজনমাত্র বা একাধিক চিরকুমারী সাক্ষ্যমর

হে প্রভু, সাধ্বী (… ও) …-র গৌরবময় স্মরণদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: যাঁর শুচিতা ও সাহসের আদর্শে আমরা আলোকিত, তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে যেন চিরকাল ধরে নিরাপত্তা লাভ করি।

একজনমাত্র বা একাধিক সাক্ষ্যমর-নারী

হে ঈশ্বর, মানবীয় দুর্বলতায় তোমার শক্তির পরম প্রকাশ! আশীর্বাদ কর: আমরা যারা সাধ্বী (… ও) …-র গৌরবময় স্মৃতি পালন করি, যেন লাভ করতে পারি সেই অপরাজেয় শক্তি, যে শক্তিগুণে তিনি মৃত্যুযন্ত্রণার উপর জয়ী হয়ে শহীদ-মালা লাভ করলেন।

পাস্কাকালে

একজনমাত্র পুরুষ

হে ঈশ্বর, সাক্ষ্যমর সাধু …-র গৌরবময় মৃত্যু-বিজয়ের আলোতে তুমি তোমার মণ্ডলীকে আলোকিত করে তুলেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তিনি যেমন প্রভুর মরণযন্ত্রণা অনুকরণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও সেই পথে এগিয়ে চলে শেষে যেন সনাতন আনন্দলোকে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

একাধিক পুরুষ

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহেই বিশ্বাসী মানুষ হয় নিষ্ঠাবান, দুর্বল মানুষ লাভ করে শক্তি। আশীর্বাদ কর: সাক্ষ্যমর … ও …-র মঙ্গলপ্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন তোমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা ও পুনরুত্থানের সাহচর্য লাভ করি, যাতে একদিন তাঁদের সঙ্গে তোমার সান্নিধ্যে পরম আনন্দ লাভ করতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, তোমার সাক্ষ্যমর সাধু / সাধ্বী … ও …-র গৌরবময় পর্বদিবসে তোমার জনমণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক, কেননা তাঁরা তোমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন বিধায় তুমি তাঁদের অমূল্য রক্ত সাক্ষ্যমরণ-মর্যাদায় ভূষিত করেছ।

সাক্ষ্যমর-নারী ও চিরকুমারী সাক্ষ্যমর-নারীর পর্ব উপলক্ষে উপরে দেওয়া প্রার্থনা ব্যবহারযোগ্য।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৯৮৯।

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : যে কেউ * মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যে আমার অনুসরণ করে * সে অন্ধকারে চলবে না ;
কিন্তু জীবনের আলো পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক ;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে,
তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : পিতা, * আমার ইচ্ছা : যেখানে আমি আছি,
আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)।

ঈশ্বরের সেবক খ্রীষ্ট স্বেচ্ছায় যন্ত্রণাভোগ করলেনগীতিকা ১ পি ২:২১-২৪

খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন,
তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
তিনি কোন পাপ করেননি ;
তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা।

অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না ;
যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না,
বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি,
তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন।

তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,
আমরা যেন পাপের কাছে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।
ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।

৫ম ধুয়ো : পিতা, আমার ইচ্ছা : যেখানে আমি আছি,
আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

১ম ধুয়ো : সাক্ষ্যমরণের মুকুট * লাভ করার জন্য
ভক্তরা কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ভক্তরা * শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ;
তাঁদের নাম বিরাজ করে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১ পি

পাস্কাকালে নয়

বাণী পাঠ **রো ৮:৩৫,৩৭-৩৯**

খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক

একজনমাত্র পুরুষ

প্র তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।
উ তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।
প্র তাঁকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার,
উ গৌরব ও সম্মানের মুকুট।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।

একজনমাত্র নারী

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

একাধিক

প্র ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।
উ ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।
প্র কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না,
উ তারা যে ঈশ্বরেরই হাতে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র পুরুষ : সাধু … * ঈশ্বরের জন্য মৃত্যু পর্যন্তই লড়াই করলেন ;
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন, খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি !

একজনমাত্র নারী : সাধ্বী … * লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে পুরস্কার পেলেন ;
আমাদের জনমণ্ডলী করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

একাধিক : স্বর্গরাজ্য এঁদেরই, * যাঁরা সংসার তুচ্ছ ক'রে
ঐশরাজ্যে পৌঁছে মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করলেন।

পাস্কাকালে

বাণী পাঠ **প্রত্যা ৩:১০-১২**

তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা

পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুসালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

শ্লোক

প্র ভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পরমেশ্বর তোমাদের বেছে নিয়েছেন আপন উত্তরাধিকাররূপে।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

জাগরণী

স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

১। ধন্য ধর্মশহীদ, ধন্য !
অদ্য তব জয়তিথি।
রক্তদানে হয়ে উঠলে
স্বর্গে চির অতিথি।

২। যত পীড়ন ক'রে জয়
সংসার হতে ক'রে গমন
তুমি স্বর্গে গেলে, তোমায়
খ্রীষ্ট করলেন বরণ।

৩। স্বর্গদূতদের মাঝে তুমি
উজ্জ্বল বসনেই ভূষিত,
সেই যে বসন তব রক্তে
হল প্রক্ষালিত।

৪। তবে এখন মোদের হয়ে
খ্রীষ্টের কাছে কর ভিক্ষা,
যেন যাচনা ক'রে গ্রহণ
তিনি করেন রক্ষা।

৫। খ্রীষ্টের কৃপা ক'রে জয়
লক্ষ কর মোদের শ্রান্তি :
পুণ্য বিবেক ক'রে অর্জন
লাভি যেন শান্তি।

৬। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

একজনমাত্র চিরকুমারী

১। হে শ্রীখ্রীষ্ট, মাঠের পুষ্প,
তব নাম হোক প্রশংসিত :
তোমার দ্বারা এই কুমারী
শহীদগৌরব-অলঙ্কৃত।

৩। শয়তানকে তুচ্ছ ক'রে,
হয়ে তব অস্ত্রে যুক্তা,
সংসারক্ষেত্রে সংগ্রাম করলেন :
পেলেন অবিনশ্বর মুক্তা।

২। এই কুমারীর কী সৎসাহস :
শেষ পর্যন্তই রেখে বিশ্বাস,
সব নিপীড়ন সহন করলেন :
তোমায় ডেকেই তাঁর শেষ নিশ্বাস।

৪। এই শহীদের পর্বদিনে
ওগো প্রভু, দিও বর,
পুণ্যচিত্তে লাভি যেন
তব রক্তের পুণ্যফল।

৫। হে কুমারীর সন্তান, যীশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৯ম শতাব্দী)

একাধিক

১। সাক্ষ্যমরদের বিজয়ী রাজন,
সংসার তুচ্ছ করে যারা,
তুমি নিজেই তাদের মুকুট,
স্বর্গ পাবেই তারা।

২। কৃপা ক'রে এখন তুমি
শ্রবণ কর মোদের ক্রন্দন ;
সাক্ষ্যমরদের যাচনার ফলে
খোল পাপের বন্ধন।

৩। শহীদবৃন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে
তুমি নিজেই নামলে লড়তে :
মোদের শক্তি কর প্রদান
রিপু দমন করতে।

৪। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম পর্ব

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : প্রভুর বিধানেই * ছিল তার প্রীতি নিশিদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : হে মানবসন্তান, * জেনে রেখ : প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য
সাধন করেন আশ্চর্য কাজ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : ইনিই * তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবেন ;
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

℣ ইনি সংসারকে তুচ্ছ করলেন ব'লে (আল্লেলুইয়া),
℟ লাভ করলেন স্বর্গীয় গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

১ম ধুয়ো : প্রভু * ধার্মিকদের আঙুরলতা জলস্রোতের কূলে রোপণ করলেন,
প্রভুর বিধানেই ছিল তাদের প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : আমি * আমার ভক্তদের একটি স্থান দেব
আমার পিতার রাজ্যে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

℣ প্রভু আপন ভক্তজনদের পরিত্যাগ করবেন না (আল্লেলুইয়া),
℟ তাদের রক্ষা করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : তিনি * ঐশবিধি প্রচার করলেন,
প্রভু তাঁর পবিত্র পর্বতের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১
৩য় ধুয়ো : তুমি, প্রভু, * খাঁটি সোনার মুকুটে
তার মাথা করেছ বিভূষিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ২১
℣ মাথায় একটি সোনার মুকুট (আল্লেলুইয়া)
℟ পবিত্রতা ও শক্তির চিহ্ন (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

১ম ধুয়ো : ঈশ্বরের কাছে * ধার্মিকদের পুরস্কার প্রচুর ;
খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে তাঁরা জীবিত থাকবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬
২য় ধুয়ো : স্বর্গরাজ্য এঁদেরই, * যাঁরা সংসার তুচ্ছ ক'রে ঐশরাজ্যে পৌঁছে
মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬১
৩য় ধুয়ো : ধর্মশহীদেরা * ইহলোকে খ্রীষ্টের জন্য রক্তদান করলেন ব'লে
স্বর্গলোকে পেলেন শাশ্বত পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৪
℣ তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ যেন প্রভুর গৃহে চিরকাল বাস করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

ধুয়ো : যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ * খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে,
তা আমি আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

বিকল্প

ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

ভরসা **গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮**

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা **গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১;১৫:৩-৫ক,৬খ**

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

সুখী যারা আত্মায় দীনহীন **গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১**

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

ধুয়ো: যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে,
তা আমি আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

বিকল্প

ধুয়ো: কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

পাস্কাকাল

ধুয়ো: তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

℣ সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায় (আল্লেলুইয়া),
℟ তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার ধ্যান (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক সাক্ষ্যমর

ধুয়ো: স্বয়ং ঈশ্বর * মুছে দেবেন আপন ভক্তদের অশ্রুজল।
তখন মৃত্যু আর থাকবে না,
শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না,
কারণ আগের সবকিছু গত হল।

পাস্কাকাল

ধুয়ো: তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬**

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।

নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯**

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১**

পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর মুছে দেবেন আপন ভক্তদের অশ্রুজল।
তখন মৃত্যু আর থাকবে না,
শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না,
কারণ আগের সবকিছু গত হল।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় আছে (আল্লেলুইয়া),
℟ তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মথি ১০:১৭-২২ কিংবা মথি ১০:২৮-৩৩ কিংবা যোহন ১২:২৪-২৬।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

১। হে অপরাজিত শহীদ,
খ্রীষ্টের ক'রে অনুসরণ
শত্রুর 'পরে জয় ক'রে
গৌরবমুকুট করলে ধারণ।

২। তোমার কাছে এই মিনতি :
পাপাসক্তি কর রোধন,
যত ত্রুটি বিনাশ কর,
মোদের অন্তর কর শোধন।

৩। দেহের যত বন্ধন হতে
তুমি এখন বিমোচিত ;
তোমার যাচনার ফলে মোরা
সংসার করব নিষ্পেষিত।

৪। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৯ম শতাব্দী)

একজনমাত্র চিরকুমারী

১। হে শহীদদের আন্তর শক্তি,
হে কৌমার্যের উজ্জ্বল জ্যোতি,
তুমিই তো এ সাধ্বীর মুকুট,
শোন এখন এ মিনতি।

২। কী সৌভাগ্য এ কুমারীর :
কুমারীত্বে অলঙ্কৃতা,
শহীদমৃত্যু বরণ ক'রে
দ্বিগুণ মুকুটে ভূষিতা।

৩। সেই নির্যাতকেরই সামনে
যখন দেখলেন কাছেই মরণ,
তখন অন্তর দৃঢ় ক'রে
তিনি নিলেন তব শরণ।

৪। যত পীড়ন সহ্য ক'রে,
জয় ক'রে যত আকর্ষণ,
তিনি কুমারীত্বের ছবি,
তিনি বিশ্বাসের নিদর্শন।

৫। তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
যত পাপ কর হরণ,
তব কৃপাস্পর্শে যেন
করি পুণ্য জীবনধারণ।

৬। হে কুমারীর সন্তান, যীশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত।

একাধিক

১। শহীদবৃন্দের জয়ের কথা,
এসো, সবে করি স্মরণ :
সংসারক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রে
তাঁরা নিলেন যীশুর শরণ।

২। তাঁরাই মণ্ডলীর বীরপুরুষ,
যুদ্ধে জয়ী অধিপতি,

৪। সেই নির্যাতকদের আঘাতে,
দেখ, ক্ষরে পুণ্য রক্ত ;
চিরজীবনের গুণে
তাঁরা কিন্তু অটল, শক্ত।

৫। সাধুসাধ্বীর অটল বিশ্বাস,
ভক্তবৃন্দের অমর আশা,

দিব্যলোকের শ্রেষ্ঠ সৈন্য,
বিশ্বের উপর উজ্জ্বল জ্যোতি।

৩। হিংস্র সংসার ক'রে জয়,
তুচ্ছ ক'রে দেহের পীড়ন,
পুণ্য মৃত্যু বরণ করলেন,
তাঁদের ছুঁইল ঐশকিরণ।

খ্রীষ্টের প্রতি গভীর ভক্তি :
এই তিন গুণ যে সংসারনাশা।

৬। তাঁদের নিয়ে পিতার গৌরব,
তাঁদের উপর আত্মার শক্তি,
তাঁদের নিয়ে পুত্রের উল্লাস :
স্বর্গ এখন করে স্ফূর্তি।

৭। তোমার কাছে এই মিনতি,
ওগো মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট :
শহীদবৃন্দের পুণ্য সঙ্ঘে
মোরা যেন হই প্রবিষ্ট। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : যে কেউ * মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : যে আমার অনুসরণ করে * সে অন্ধকারে চলবে না ;
কিন্তু জীবনের আলো পাবে (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক ;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে,
তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : পিতা, * আমার ইচ্ছা : যেখানে আমি আছি,
আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

১ম ধুয়ো : সাক্ষ্যমরণের মুকুট * লাভ করার জন্য
ভক্তরা কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : ভক্তরা * শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ;
তাঁদের নাম বিরাজ করে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)।

পাস্কাকালে নয়

বাণী পাঠ **২ করি ১:৩-৫**

ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই পরমেশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে ; কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

শ্লোক

একজনমাত্র

প্র প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

প্র তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

উ তিনি আমার স্তবগান।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

একাধিক

প্র ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

প্র প্রভুরই কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার।

উ তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: এই জগতে * নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে,
সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে।

একাধিক: ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, * তারাই সুখী,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

পাস্কাকালে

বাণী পাঠ **১ যোহন ৫:৩-৫**

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি। আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়। কারণ ঈশ্বর থেকে যা সঞ্জাত, তা-ই জগৎকে জয় করে। আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

শ্লোক

প্র তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আনন্দ-স্ফূর্তি তাদের ঘিরে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: যারা * তাঁদের নিপীড়ন করেছিল,
ন্যায়নিষ্ঠরা সাহসের সঙ্গে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াবেন। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

সুসমাচারের সাক্ষ্য দেবার কারণে যাঁদের বধ করা হয়েছে, আসুন, সেই সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে এক হয়ে পিতা ঈশ্বরের পরম সাক্ষ্যদাতা আমাদের ত্রাণকর্তার প্রশংসাবাদ করে বলি:

তোমার রক্ত দ্বারা, প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।

-যাঁরা খ্রীষ্টবিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের প্রকৃত আত্মিক মুক্তি দান কর।

-যাঁরা নিজেদের রক্ত দান ক'রে তোমার পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের বিশ্বাস গভীর ও অটল করে তোল।

-যাঁরা ক্রুশের পথ ধরে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে সঙ্কটের সময়ে আমাদের সুস্থির করে রেখ।

-যাঁরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংসারের যত আকর্ষণ জয় করতে পারি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ

পাস্কাকালে নয় **১ পি ৫:১০-১১**

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

পাস্কাকালে **প্রত্যা ২:১০**

তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ দশ দিন ধরেই চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

একজনমাত্র

℣ প্রভু তাকে পরিয়েছেন আনন্দ-বসন (আল্লেলুইয়া),
℟ কান্তির মুকুটেই তার মাথা করেছেন বিভূষিত (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

℣ পুণ্যজনেরা প্রভুতে ভরসা রাখলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তাঁরা পেলেন অটল শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ

পাস্কাকালে নয়

একজনমাত্র **যাকোব ১:১২**

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে।

একাধিক **হিব্রু ১১:৩৩**

এঁরা তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন।

পাস্কাকালে **প্রত্যা ৩:২১**

যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি।

একজনমাত্র

প্র আমি প্রভুতেই ভরসা রাখি, ভীত হব না (আল্লেলুইয়া),

উ নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারে? (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

প্র তোমাদের দুঃখ (আল্লেলুইয়া)

উ আনন্দেই পরিণত হবে (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ

পাস্কাকালে নয় **প্রজ্ঞা ৩:১-২ক,৩খ**

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না। নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।

পাস্কাকালে **প্রত্যা ১৯:৭,৯**

এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি ঈশ্বরের গৌরবগান। কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে। সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!

প্র সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে (আল্লেলুইয়া),

উ সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আটি (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

১। তুমিই, ঈশ্বর, শহীদবৃন্দের
জয়মালা, শিরোভূষণ;
এই শহীদের স্মরণদিনে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

২। হৃদিকক্ষে তাঁর যে বিশ্বাস,
তারই করলেন সাক্ষ্যবরণ:
আপন রক্তদানে তিনি
খ্রীষ্টের করলেন অনুসরণ।

৩। সংসারের ঐশ্বর্য ছেড়ে
সবই মায়া মনে ক'রে
তিনি দ্রুত স্বর্গ পৌঁছে
এখন ধন্য যুগযুগ ধরে।

৪। যত কষ্ট, যত পীড়ন
বীরের মতই তিনি সইলেন;
তোমার জন্য রক্ত দিলেন,
এখন চিরসম্পদ পেলেন।

৫। তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
তোমার কাছে এই মিনতি:
এই শহীদের পর্বদিনে
কর ক্ষমা যত ত্রুটি।

৬। মোরা যেন তাঁরই সঙ্গ
পাবার যোগ্য হয়ে উঠি,
তবেই স্বর্গীয় আসন লাভে
সদা গাইব তব স্তুতি।

৭। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৫ম শতাব্দী)

একজনমাত্র চিরকুমারী

১। সুকুমারী মাতার স্রষ্টা
সুকুমারীর হলেন সন্তান।
এ কুমারীর পর্বদিনে
মেতে উঠব স্তুতিগানে।

২। এ কুমারী দু'বার ধন্যা:
সংসার যতই হিংস্র লালস,
তিনি তৃপ্তি করলেন বর্জন,
শহীদমুকুট করলেন অর্জন।

৩। যত পীড়ন, যত কষ্ট
তিনি করলেন না কো ভয়।
খ্রীষ্টের জন্য রক্ত দিলেন,
স্বর্গে গৌরব-আসন পেলেন।

৪। তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের পাপ কর ক্ষমা;
তবেই গাইব পুণ্য অন্তরে
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (৯ম শতাব্দী)

একাধিক

১। শহীদবৃন্দের মহাকীর্তি,
এসো, ভাই, করি স্মরণ;
মহোল্লাসে করি, এসো,
মহাবীরদের অনুসরণ।

২। এঁরাই তাঁরা যাঁদের একদিন
সংসার করল নিষ্পেষিত,
যাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করলেন,
এখন কিন্তু প্রশংসিত।

৩। শহীদবৃন্দের কী নির্যাতন!
কশাঘাত, নির্দয় মরণ,
শিরশ্ছেদ, আগুনে পীড়ন,
এসব-কিছু করলেন বরণ।

৪। কেবা পারে বর্ণন করতে
কোন্ পুরস্কার না গচ্ছিত?
রক্তমাখা তাঁদের দেহ
জয়মালাতেই ভূষিত।

৫। ওগো ত্রিত্ব, দিও শক্তি,
পাপের কবল ছিন্ন ক'রে
মোরা যেন গাইতে পারি
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (১১শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো: দেখ, এরাই সাক্ষ্যমর! * প্রভুর সন্ধির জন্য বলীকৃত হয়ে
তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: বিশ্বাসগুণেই * এরা নানা রাজাদের জয় করেছে,
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করেছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো: পুণ্যজনেরা * ঈগলের মত নিজেদের যৌবন নবীকৃত করেন,
লিলিফুলের মত প্রভুর নগরীতে প্রস্ফুটিত হন (আল্লেলুইয়া)।সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো: স্বয়ং ঈশ্বর * পুণ্যজনদের অশ্রুজল মুছে দেবেন,
মৃত্যু আর থাকবে না, বিলাপও আর থাকবে না,
আগের সবকিছু মিলিয়েই গেছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো: তুমিই, প্রভু, * হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম,
আমাদের ত্রাণ কর, হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

মেষশাবকের রক্তেই আমাদের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রত্যা ৪:১১;৫:৯,১০,১২**

প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য;

কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।
প্রভু, তুমি পুঁথিটি গ্রহণের, †
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।
যাঁকে বধ করা হয়েছিল, †
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!

৫ম ধুয়ো : তুমিই, প্রভু, হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম,
আমাদের ত্রাণ কর, হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

পাস্কাকালে নয়

বাণী পাঠ **১ পি ৪:১৩-১৪**

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রীষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক

একজনমাত্র

প্র তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।
উ তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।
প্র আগুনেই আমাদের শোধন করেছ রুপোর মত।
উ শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

একাধিক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র সানন্দে চিৎকার কর, সরলহৃদয় যারা;
উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

একাধিক: খ্রীষ্টের পদাঙ্ক * যাঁরা অনুসরণ করলেন,
সে পুণ্যজনেরা এখন স্বর্গে আনন্দিত:
খ্রীষ্টপ্রেমের জন্য রক্ত দিলেন,
খ্রীষ্টের সঙ্গে উল্লাস করবেন চিরকাল।

পাস্কাকালে

বাণী পাঠ **প্রত্যা ৭:১৪থ-১৭**

এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না, কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে। আর স্বয়ং ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।

শ্লোক

প্র ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আনন্দে মেতে উঠবে সরলহৃদয় সকল।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: গমের দানা * যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে;
কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। আল্লেলুইয়া।
একাধিক: তোমার পুণ্যাত্মারা, প্রভু, * লিলিফুলের মত ফুটে উঠবে;
তোমার সামনে তারা ছড়িয়ে দেবে সুগন্ধির মত সুবাস। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যে ক্ষণে সাক্ষ্যমরদের রাজা পাস্কাভোজে বসে আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, সেই ক্ষণে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁর স্তুতিবাদ করি:

হে খ্রীষ্ট, তোমার গৌরব হোক!

-হে পরিত্রাতা খ্রীষ্ট, তুমি সাক্ষ্যমরদের আদর্শ ও শক্তি। তুমি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে আমাদের ভালবেসেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি অনুতপ্ত পাপীকে শাশ্বত পুরস্কার দান করবে বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-পাপমোচনের জন্য পাতিত তোমার রক্তকে নিবেদন করতে তুমি মণ্ডলীকে আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আজও আমাদের বিশ্বাস অটল করে রেখেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আমাদের ভাইবোনদের তোমার মুক্তিদায়ী মৃত্যুর অংশভাগী করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

পোপ

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সাধু …কে তোমার সমস্ত জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত করেছিলে, তিনি যেন কথায় ও জীবনাদর্শ দানে তোমার মণ্ডলীকে গেঁথে তোলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলীর বিশপদের ও তাঁদের হাতে ন্যস্ত মেষপালকে সুরক্ষিত কর, তাঁদের সকলকে চালিত কর শাশ্বত পরিত্রাণের পথে।

বিশপ

হে ঈশ্বর, উজ্জ্বল ভ্রাতৃপ্রেম ও সংসারবিজয়ী বিশ্বাসের জন্য আদর্শবান সাধু …কে তুমি সাধু বিশপদের সভায় গৌরবময় স্থান দিয়েছ। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরাও বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেমে নিষ্ঠাবান হয়ে যেন তাঁর গৌরবের অংশী হতে পারি।

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, সাধু …-র বাণীপ্রচারের মাধ্যমে তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের বিশ্বাসের আলোতে আলোকিত করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: খ্রীষ্টান নামে পরিচিতি যাদের গৌরব, এই আমরা মুখে যে বিশ্বাস স্বীকার করি, জীবনাচরণেও যেন তার বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দিতে পারি।

পালক

ভক্তদের আলো ও আত্মাদের পালক হে পরমেশ্বর, তুমি সাধু …কে তোমার মণ্ডলীতে নিযুক্ত করেছিলে তিনি যেন তোমার মেষপালকে ঐশবাণীর অন্ন দানে পালন করেন ও নিজের জীবনাদর্শে তাদের গঠন করেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তিনি যা শিখিয়েছেন, আমরা যেন সেই ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করি, এবং নিজের জীবনাচরণে তিনি যে পথ দেখিয়েছেন, আমরা যেন সেই পথে এগিয়ে চলি।

বিকল্প

হে ঈশ্বর, তোমার মেষপাল পালনের জন্য তুমি (বিশপ) সাধু … ও …-র অন্তরে তোমার সত্য ও প্রেমের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের পর্বদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি, যেন তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণে উপকৃত হতে পারি, ও তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার সহায়তা উপলব্ধি করতে পারি।

ধর্মপ্রচারক

হে ঈশ্বর, তোমার অসীম দয়ার গুণে সাধু … খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের শুভসংবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমাকে আরও গভীরতর ভাবে জানতে পারি, এবং সৎকর্মে ফলশালী হয়ে যেন সুসমাচারের সত্য অনুসারে তোমার সামনে বিশ্বস্তভাবে চলতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০০০।

১ম ধুয়ো: ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য ;
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;
তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,
যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।
তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

শ্লোক

প্র প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !
উ প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !
প্র পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, প্রভুর স্তুতিবাদ কর।
উ বল : প্রভু ধন্য !
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !

পাস্কাকাল

প্র প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, প্রভুর স্তুতিবাদ কর।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

পোপ বা বিশপ: ঈশ্বরের যাজক, * সদ্‌গুণাবলির আদর্শ, উত্তম পালক:
আমাদের হয়ে প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

পালক: আমি * আমার সেবার জন্য বিশ্বস্ত যাজক নিযুক্ত করব:
সে আমার মনের মতই কাজ করবে,
আমি তাকে স্থায়ী বংশ দান করব (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো: খ্রীষ্টই প্রধান পালক;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

জাগরণী

স্তোত্র

১। ওগো পালকবৃন্দের প্রধান,
ওগো খ্রীষ্ট, সরল মনে,
মোরা করব এই দিবসে
উল্লাস স্তুতিগানে।

পোপ ২। পিতরকে যে ভার দিয়েছ
তব মেষপাল করতে পালন,
সেই ভার নিলেন তব সেবক,
পালকে করলেন লালন।

বিশপ ২। মেষপাল পালন করার জন্য
তিনি [তাঁরা] হলেন নিয়োজিত;
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা আত্মা পালকে
করলেন পবিত্রিত।

৩। তিনি [তাঁরা] হলেন উত্তম পালক
দিলেন মুক্তিপথের দিশা,
দুঃখীজনকে দিলেন শান্তি,
সবার হলেন পিতা।

৪। তুমি যে সাধুদের মুকুট,
কর কৃপা, ওগো খ্রীষ্ট,
তাঁকে [তাঁদের] সামনে রেখে যেন
স্বর্গে হই প্রবিষ্ট।

৫। জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্ব হোন অর্চিত। (১৫শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: আমি নিজেই * হব আমার পালের পালক,
হারান মেষের সন্ধান করব, পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো: ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬

৩য় ধুয়ো: এই সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,
যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব (আল্লেলুইয়া),
উ তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো: প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ২১

২য় ধুয়ো: তোমরা * জগতের আলো।
পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : তেমনি * তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন
করে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৭
℣ প্রভু তাকে আপন যাজক হতে মনোনীত করলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : ঈশ্বরের * যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

ভরসা **গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮**

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।
উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা **গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১;১৫:৩-৫ক,৬খ**

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।
প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।
প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

সুখী যারা আত্মায় দীনহীন **গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১**

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।
পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর ;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই (আল্লেলুইয়া)।
℟ তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মথি ২৩:৮-২২ (পালক ও আচার্য) কিংবা মথি ৫:১৩-১৬ (আচার্য)।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। পালকবৃন্দের হোক প্রশংসা ! বিশপ
তাঁরা হলেন মর্তের ভূষণ।
খ্রীষ্টের পালকে পালন ক'রে
এখন স্বর্গেই তাঁদের আসন।

পোপ ২। পিতরের স্থান ক'রে গ্রহণ
গুরু হয়ে উপযুক্ত,
প্রভুর চাবি দ্বারা তিনি
করলেন স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত।

২। পালক পদে গুরু হয়ে
করলেন নিজেকে [নিজেদের] সমর্পণ ;
পালের উত্তম সেবা ক'রে
হলেন খ্রীষ্টপ্রেমের দর্পণ।

৩। তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে যেন
পাপ করি পরাজিত ;
দক্ষ হাতে তিনি [তাঁরা] মোদের
স্বর্গে করুন উপনীত।

৪। নিখিল বিশ্বের সেই বিধাতা
সবার দ্বারা হোন কীর্তিত ;
স্বর্গধামে মর্তলোকে
তিনি সদা হোন পূজিত। (অর্দেরিকুস ভিতালিস)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।
১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)।
২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)।
৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)।
৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য ;
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)।
৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **হিব্রু ১৩:৭-৯ক**

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল।

নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

শ্লোক

প্র হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
উ হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র তারা দিনরাত প্রভুর নাম প্রচারে কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
উ আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

পাস্কাকাল

প্র হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তারা দিনরাত প্রভুর নাম প্রচারে কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রীষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : পিতা, * তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে,
আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ৪:১৬**

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : তোমাদের যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ১:১২**

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

℣ সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না (আল্লেলুইয়া)।
℟ সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : আমরা * ঈশ্বরের সহকর্মী ;
তোমরা ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ৩:১৩**

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রীষ্টযীশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে (আল্লেলুইয়া),
℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। দিব্যানন্দের পর্বদিবস
আবার এল মোদের ঘরে ;
এসো, পালকেরই [পালকদেরই] গৌরব
করি গান সমস্বরে।

২। পালের রক্ষা তাঁরই [তাঁদের] চিন্তা,
পালের মঙ্গল তাঁরই [তাঁদের] চেষ্টা,
নানা প্রয়োজনে তিনি [তাঁরা]
হলেন নেতা, উপদেষ্টা।

৩। বাঘে দস্যু ঘেরি থেকে
বহু দূরে বিতাড়িত ;
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা মেষপাল হল
পরিপুষ্ট, সুরক্ষিত।

৪। ওগো পালক, তুমি [তোমরা] স্বর্গে
দিব্যানন্দের অংশভাগী :
ঐশকৃপায় মোদের কর
দিব্যপ্রেমের অনুরাগী।

৫। হে সনাতন পালক খ্রীষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২
৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩২
৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ পি ৫:১-৪**

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর ; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে ; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

শ্লোক

প্র ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
প্র ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।
উ ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

পাস্কাকাল

℣ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

পোপ: মণ্ডলীর প্রধান পালন যখন ছিলেন * তখন তিনি সংসারকে ভয় করেননি,
বরং অটল হয়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন (আল্লেলুইয়া)।
পালক:প্রভু * তাকে ভালবেসেছেন, তাকে অলঙ্কৃত করেছেন;
গৌরববসনে তাকে পরিবৃত করে স্বর্গদ্বারে মুকুট-ভূষিত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।
বিকল্প: আহা, * কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপর তারই চরণ,
যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন! (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার জনমণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার অভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার জনমণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু ···-র অন্তরে স্বর্গীয় ধর্মজ্ঞান সঞ্চার করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: সেই শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ক'রে আমরা যেন জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০০৭।

১ম ধুয়ো: ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো: প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল: * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো: হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো: হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

শ্লোক

℣ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

℟ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।
℣ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা,
℟ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

পাস্কাকাল

℣ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সর্বজাতি * প্রচার করে সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা ;
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

জাগরণী

নিম্নলিখিত অংশ ব্যতীত পালকদের ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য, পৃঃ ৯৯৫।

স্তোত্র

১। হে সনাতন দিব্য সূর্য,
তব দীপ্তি সৃষ্টির জীবন ;
তুমিই মনের প্রবল জ্যোতি,
তোমার প্রতি মোদের স্তুতি।

২। তব আত্মার আলো দ্বারা
এ জীবন্ত তারা উজ্জ্বল :
তাঁরই দ্বারা মানব-আশা
লাভে মুক্তিপথের দিশা।

৩। সত্য ধ্যানে, শিক্ষা দানে
মহাচার্য ছিলেন রত :
তব দীক্ষায় সাধুর [সাধ্বীর] ভাষণ
হল ঐশসত্যের ভূষণ।

৪। যাঁরই পর্ব করি পালন,
তিনি উত্তম মহাচার্য :
জ্ঞানে ছিলেন উজ্জ্বল তারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

৫। তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের প্রতি কর কৃপা :
সাধুর [সাধ্বীর] শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ
ফলায় যেন স্বর্গের দর্শন।

৬। শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
চিরকালীন এক মহেশ্বর,
জীবনময় পরমেশ্বর। (২০শ শতাব্দী)

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। হে সনাতন শিক্ষাগুরু,
হে শ্রীখ্রীষ্ট, কেবল তুমিই
সত্যমার্গের সেই দিশারী,
বাণী যাঁর মুক্তিসঞ্চারী।

৩। তব দিব্য বাণী ধ্যানে
এ আচার্য ছিলেন রত ;
তিনি শিক্ষাদানের জন্য
উজ্জ্বল তারা বলেই গণ্য।

২। বিশ্বজগতের মেষপালক,
তব প্রিয় কনের কথা
তুমি সদা কর স্মরণ:
তব বাণীই তারই শরণ।

৪। হে সদ্‌গুরু, মোদের ওষ্ঠ
তব স্তুতিগানে মুখর:
এ আচার্য দিলে শিক্ষা
পবিত্রাত্মার পেলাম দীক্ষা।

৫। মহাচার্যের শিক্ষালাভে,
ওগো খ্রীষ্ট, মোরা যেন
সত্যে হয়ে উদ্ভাসিত
তব নাম করি বন্দিত। (২০শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো: ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো: পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো: প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো: প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল: * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো: হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **প্রজ্ঞা ৭:১৩-১৪**

সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি, তার ঐশ্বর্য গোপন রাখি না। কেননা প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই। যারা তা অর্জন করে, তারা ঈশ্বরের বন্ধুত্বেই ভূষিত হয়, সেই শিক্ষাবাণীর দানগুলি গুণেই তারা তাঁর প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

শ্লোক

℣ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
℟ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
℣ ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করুক তাঁদের প্রশংসাবাদ,
℟ সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

পাস্কাকাল

℣ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করুক তাঁদের প্রশংসাবাদ,
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,
তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।
যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,
তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রীষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : পিতা, * তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে,
আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ৪:১৬**

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : তোমাদের যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ১:১২**

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

℣ সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না (আল্লেলুইয়া)।
℟ সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : আমরা * ঈশ্বরের সহকর্মী ;
তোমরা ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ তি ৩:১৩**

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রীষ্টযীশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে (আল্লেলুইয়া),
℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০০৪।

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০
২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২
৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩২
৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **যাকোব ৩:১৭-১৮**

যে প্রজ্ঞা উর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত। শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

শ্লোক

℣ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।
℟ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।
℣ প্রভু তাঁকে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করলেন।
℟ তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।

পাস্কাকাল

℣ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ প্রভু তাঁকে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করলেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু (সাধ্বী) … ,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রীষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার জনমণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার অভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার জনমণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

সন্ন্যাসী

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু/সাধ্বী ⋯ সবকিছুই ত্যাগ ক'রে দীন ও নম্র খ্রীষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমাদের অন্তরে তুমি যে শুভ কাজ শুরু করেছ, সেই কাজ তুমি নিজেই সম্পন্ন কর, আমরা যেন যীশুখ্রীষ্টের মহাদিবস পর্যন্ত তাঁর পরম বাণী পালন করতে পারি।

বিকল্প

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনাদর্শ আমাদের অন্তরে পুণ্যতর জীবনের প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক। আমরা আজ যাঁদের পর্বদিবস আনন্দের সঙ্গে পালন করি, তাঁদের আদর্শ যেন আমাদের জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারি।

মঠাধ্যক্ষ

হে প্রভু, মঠাধ্যক্ষ সাধু ⋯ এর মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের সামনে সুসমাচারে ব্যক্ত পরমসিদ্ধির একটি আদর্শ তুলে ধরেছিলে। তাই অনুনয় করি: এই সংসারের চাঞ্চল্যের মধ্যে আমরা যেন একাগ্র অন্তরে স্বর্গীয় বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০১৬।

বাণী পাঠ **২ করি ৪:৬-৭**

ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা যেন মাটির পাত্রেই বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম।

শ্লোক

℣ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।
℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।
℣ তারা সানন্দে গান করে
℟ ঈশ্বরের সামনে।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।

পাস্কাকাল

℣ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তারা সানন্দে গান করেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সন্ন্যাসী : এঁরাই সেই ধার্মিক মানুষ, * যাঁরা প্রভুর ভালবাসার পাত্র,
তিনি তাঁদের অম্লান গৌরবে ভূষিত করলেন :
তাঁদের ধর্মশিক্ষায় মণ্ডলী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
যেমনটি চন্দ্র সূর্যের বিভায় উদ্ভাসিত (আল্লেলুইয়া)।

সন্ন্যাসিনী : এসো, * আমার মনোনীতা ;
আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত **সাম ৯৫**

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,
এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রীষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : যিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করেছেন,
এসো, সন্ন্যাসীদের আদর্শ সেই খ্রীষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

একজনমাত্র

১। ওগো খ্রীষ্ট, তব সেবক
তব নামেই নিলেন শরণ ;
সন্ন্যাস মার্গ ধরে করলেন
তোমার অনুসরণ।

২। পিতৃগৃহ, আত্মীয়স্বজন,
সবই তিনি করলেন বর্জন ;
ঈশ্বরের অন্বেষণ হল
তাঁরই কাম্য অর্জন।

৩। প্রার্থনাতে হয়ে মগ্ন
তিনি স্বর্গদূতের মত ;
শহীদ যেনই ক্রুশের অস্ত্রে
রিপু করলেন নত।

মঠাধ্যক্ষ ৪। তোমার মত তিনি হলেন
পালের জন্য পথদিশারী ;
ভ্রাতৃগণের শাসক নয়,
হলেন হিতকারী।

৪। ভ্রাতৃবৃন্দের মাঝে তিনি
সদাই স্থাপন করলেন শান্তি ;
তব ডাকে জীবন শেষে
পেলেন ঐশকান্তি।

৫। ওগো খ্রীষ্ট, তোমার দ্বারাই
তব সেবক পুরস্কৃত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (২০শ শতাব্দী)

একাধিক

১। খ্রীষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

২। মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

৪। পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রীষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

৫। দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

৩। আহা! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রীষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

৬। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর।

১ম পর্ব (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো: প্রভু * দৃষ্টি রাখেন সেই ধার্মিকদের পথে,
যারা তাঁর বিধান জপ করে নিশিদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো: তারা * প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রচার করল,
তিনি আপন পবিত্র পর্বতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো: এই তো * প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া),
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো: সুখী তারা, * যাদের বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
তারা তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো: হে প্রভু, * সুখী তারা,
যারা তোমাতেই ভরসা রাখে;
যাদের আচরণ নিখুঁত, তুমি মঙ্গল থেকে তাদের বঞ্চিত কর না,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো: ধার্মিক মানুষ * বিকশিত হবে তালগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯২

প্র এই তো প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ (আল্লেলুইয়া),
উ তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো: প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি * পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক (আল্লেলুইয়া)।

ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬**

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,

যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯**

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১**

পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক (আল্লেলুইয়া)।

℣ আপন সাধুসাধ্বীর মধ্যে প্রভু গৌরবময় (আল্লেলুইয়া)।
℟ আপন মহিমায় তিনি ভয়ঙ্কর (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মথি ১৯:৩-১২ কিংবা মার্ক ১০:১৭-৩০ কিংবা লুক ৯:৫৭-৬২।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

একজনমাত্র

১। ওগো সৈন্য, বিশ্বাস পথে
রাজার করলে অনুসরণ ;

৪। পিতার স্তবে তব প্রীতি,
বাণী ধ্যানে তব শান্তি,

তব পর্ব পালন করি,
করি তব কীর্তি স্মরণ।

২। রিপুর সঙ্গে করলে সংগ্রাম,
আত্মসুখ দিলে বিসর্জন ;
তব প্রভু যাতে প্রীত,
কেবল তাতে তব অর্জন।

৩। তুমি ছিলে পুণ্যের ভক্ত,
ধ্যানমগ্ন, নম্র, বাধ্য ;
তব হাতে সদ্‌গুণ-অস্ত্র :
সবই হল তব সাধ্য।

হৃদিগুহায় আত্মা দ্বারা
দর্শন পেলে ত্রিত্বের কান্তির।

মঠাধ্যক্ষ ৫। কথায় কাজে ভ্রাতৃগণকে
তুমি করলে উদ্দীপিত ;
তব দীক্ষায় সবার অন্তর
খ্রীষ্টপ্রেমে প্রজ্বলিত।

৫। তব যাচনার পুণ্যফলে
স্বর্গে যেন গিয়ে উঠি :
সেথায় তোমার সঙ্গে গাইব
পরম ত্রিত্বের চিরস্তুতি।

একাধিক সন্ন্যাসী : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০১২।(২০শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * পবিত্র হও,
তবে আমি ঘটাব তোমাদের বংশবৃদ্ধি,
তোমরা যেন আমার জনগণের জন্য
এই গৃহে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **এফে ১:১৭-১৮**

ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা **হিব্রু ১৩:৭-৯ক**

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

শ্লোক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।
উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

পাস্কাকাল

℣ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সন্ন্যাসী: তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।
সন্ন্যাসিনী: আমি * তাকে আমার কাছে আকর্ষণ করব,
তাকে প্রান্তরে নিয়ে যাব, তার হৃদয়ের কাছেই কথা বলব (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি কতিপয় সন্ন্যাস-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছেন যেন মণ্ডলীতে ঐশসেবার প্রতিষ্ঠান সবসময় বর্তমান থাকে, আসুন, সেই খ্রীষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি:

হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি।

-তুমি সাধু বেনেডিক্টকে সন্ন্যাসজীবনের পিতা ও উজ্জ্বল আদর্শ করেছ। তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারেন।

-তুমি কতিপয় সন্ন্যাসনিয়ম-লেখায় প্রেরণা দিয়েছিলে যাতে সেগুলি পালনে মণ্ডলীতে পবিত্রতার ফসল বৃদ্ধি পায়। আশীর্বাদ কর, প্রতিটি সঙ্ঘে যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে নিয়ম-পালনও জীবনের উৎস বলে গণ্য করা হয়।

-তুমি চেয়েছ, সন্ন্যাসীদের প্রশংসাগান স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যুক্ত থাকবে। সহায়তা কর, আমাদের উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি যেন এমনই ভক্তিপূর্ণ হয়, যাতে তোমার কাছে তা ধূপের মত গ্রহণযোগ্য হয়।

-তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধু বেনেডিক্ট বিনম্রতার সিঁড়ির কথা উপস্থাপন করেছিলেন। সকল সন্ন্যাসীকে উদ্দীপিত কর, তাঁরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-স্বর্গধামে বহু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী তোমার মহিমাকীর্তনে নিত্য নিয়োজিত। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসজীবন-ব্যবস্থা যেন সর্বদা জাগরিত থাকে।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **সিরা ৩১:৮-১১**

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না। কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব; কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ। পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল? তা হবে তার গৌরবের কারণ। অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি? অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি? তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে, জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

℣ আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল (আল্লেলুইয়া),

℣ স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **সিরা ৩৯:১৩-১৬ক**

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা, জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ। সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত, লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর। ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান, তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য। তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর, গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ। তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে : প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

℟ প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল (আল্লেলুইয়া),
℣ কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **প্রবচন ৪:১-২,২০-২৩**

সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও, কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি; আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না। সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও, আমার কথায় কান দাও। তা তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না, তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা রক্ষা কর। কেননা যারা তার সন্ধান পায়, তাদের পক্ষে তা জীবন, তাদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যস্বরূপ। তোমার হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি রাখ, কেননা তা থেকেই জীবন নিঃসৃত হয়।

℟ ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি (আল্লেলুইয়া),
℣ ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

একজনমাত্র

১। এ সন্ন্যাসীর [সন্ন্যাসিনীর] পর্বদিনে
স্বর্গবাসী আনন্দিত ;
তাঁরই মহাকীর্তি গাইতে
মোরা অত্যন্ত মুখরিত।

২। তিনি পিতার প্রেমের পাত্র,
পুত্রের অনুগত শিষ্য,
পবিত্রাত্মাই তাঁরই শক্তি :
অত্যাশ্চর্য এ কী দৃশ্য!

৩। সংসার ত্যাগে, আত্মদানে
তাঁর বীরত্ব প্রশংসিত ;

৪। সন্ন্যাস-পথ সত্যি সঙ্কীর্ণ :
শত্রু প্রস্তুত চারিদিকে ;
দিব্য প্রেম-প্লাবিত হৃদে
ছুটলেন তিনি যীশুর দিকে।

৫। জীবনশেষে তাঁকে দে'খে
সবে দেখত খ্রীষ্টের ছবি ;
রাজমুকুট-ভূষিত হয়ে
হলেন ঐশপ্রেমের কবি।

৬। জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,

ঈশ্বরসেবা, ভ্রাতৃপ্রেমে
ধন্য বলে সঙ্কীর্তিত।

পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্বের গৌরব হোক স্বীকৃত।

একাধিক সন্ন্যাসী : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০১২।(সাধু বেনেডিক্ট মঠ)

১ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০
২য় ধুয়ো : তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য
তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।
আনন্দ কর, উল্লাস কর,
কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২
৩য় ধুয়ো : স্বর্গে * তাঁদেরই জন্য আনন্দের দিন,
যাঁরা যীশুর পদাঙ্কের হলেন অনুগামী ;
খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁরা সংসার তুচ্ছ করলেন,
তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩
৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর নিখিল সাধুসাধ্বী,
প্রভুকে বল ধন্য চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ
৫ম ধুয়ো : কতই না গৌরবময় সেই রাজ্য,
যেখানে পুণ্যজনেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন ;
মেষশাবক যেইখানে যান,
তাঁরা শুভ্র পোশাক পরে তাঁর অনুসরণ করেন (আল্লেলুইয়া)।

১ম সন্ধ্যারতি—তপস্যাকালে নয়

মেষশাবকের বিবাহ **গীতিকা প্রত্যা ১৯:১-২,৫-৭**

আল্লেলুইয়া ! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই। আল্লেলুইয়া !
কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল। আল্লেলুইয়া !
আল্লেলুইয়া ! আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা। আল্লেলুইয়া !

আল্লেলুইয়া ! আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। আল্লেলুইয়া !
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান। আল্লেলুইয়া !
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে।
তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে। আল্লেলুইয়া !

১ম সন্ধ্যারতি—তপস্যাকালে

ঈশ্বরের বন্দনাগান **গীতিকা প্রত্যা ১৫:৩-৪**

মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ,
হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর !
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ,
হে সর্বজাতির রাজা !

কেইবা ভীত হবে না, প্রভু ?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান ?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র !
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

মেষশাবকের রক্তেই আমাদের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রত্যা ৪:১১;৫:৯,১০,১২**

প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।

প্রভু, তুমি পুঁথিটি গ্রহণের, †
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,

এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।
যাঁকে বধ করা হয়েছিল, †
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য !

৫ম ধুয়ো : কতই না গৌরবময় সেই রাজ্য,
যেখানে পুণ্যজনেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন ;
মেষশাবক যেইখানে যান,
তাঁরা শুভ্র পোশাক পরে তাঁর অনুসরণ করেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **সিরা ৪৪:১-২,৭-৮,১০-১২**

এসো, আমরা এখন সেই প্রসিদ্ধ মানুষ, আমাদের সেই পূর্বপুরুষদেরই প্রশংসাবাদ করি। প্রভু তাঁদের মধ্যে বিপুল গৌরব সঞ্চার করলেন, অনাদিকাল থেকেই তাঁর মাহাত্ম্য বিরাজিত! তাঁরা সকলে তাঁদের সমসাময়িক লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, ছিলেন সেই দিনগুলির গর্বের বিষয়। তাঁদের কেউ কেউ এমন সুনাম রেখে গেছেন যে, তাঁদের প্রশংসাবাদ এখনও ধ্বনিত। এঁরাই সেই দয়াগুণসম্পন্ন মানুষ, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি। তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেই অক্ষয় রয়েছে তাঁদের সম্পদ, তাঁদের সেই বংশজ সম্পদ। তাঁদের উত্তরপুরুষেরা ঐশবিধিনিয়ম পালনে নিষ্ঠাবান থাকে, ও তেমন আদর্শের ফলে তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও তেমনি থাকবে।

শ্লোক

প্র পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।
উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।
প্র তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন প্রভু আপন উত্তরাধিকার রূপে।
উ প্রভুতে আনন্দ কর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

পাস্কাকাল

প্র পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন প্রভু আপন উত্তরাধিকার রূপে।

℣ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℣ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সন্ন্যাসী: সুখী তোমরা, * ঈশ্বরের সাধুসাধ্বী সকল! স্বর্গের নাগরিক হয়ে
তোমরা এখন প্রভুর গৌরব দর্শনে মুখরিত (আল্লেলুইয়া)।

সন্ন্যাসিনী: যেরুসালেমের কন্যাদের মধ্যে * তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো: এসো, খ্রীষ্টের কনে, * গ্রহণ কর সেই মুকুট
যা প্রভু অনাদিকাল থেকেই সঞ্চিত করে রেখেছেন তোমার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রীষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি:

আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

চিরকুমারী

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র চিরকুমারী

হে ঈশ্বর, তুমি বলেছিলে, শুদ্ধহৃদয় যারা, তুমি তাদেরই অন্তর নিজ বাসস্থান করবে। চিরকুমারী সাধ্বী ···-র প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার অনুগ্রহ গুণে আমাদের শুদ্ধহৃদয় করে তোল, যেন তোমাকে আমাদের অন্তরের চির অতিথি বলে গ্রহণ করতে পারি।

বিকল্প

হে প্রভু, আমাদের মিনতি শোন: সাধ্বী ···-র গৌরবময় কুমারীত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে আমরা যেন তোমার ভালবাসায় অবিচল থেকে শেষ পর্যন্তই সেই ভালবাসার পথে এগিয়ে চলতে পারি।

একাধিক চিরকুমারী

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার করুণা শত ধারায় বর্ষণ কর। আমরা যেমন আনন্দের সঙ্গে চিরকুমারী সাধ্বী ··· ও ···-র পর্ব পালন করি, তেমনি একদিন, তোমার আশীর্বাদে, যেন তাঁদের স্বর্গীয় সাহচর্য লাভ করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০২৮।

বাণী পাঠ ১ করি ৭:৩২,৩৪

যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

শ্লোক

℣ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।
℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।
℣ তাঁর অন্বেষী প্রাণের প্রতি প্রভু মঙ্গলময়।
℟ তুমিই আমার স্বত্বাংশ।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।

পাস্কাকাল

℣ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তাঁর অন্বেষী প্রাণের প্রতি প্রভু মঙ্গলময়।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: আনন্দ কর, * কর উল্লাস, সিয়োন কন্যা! আমি যে তোমার কাছে আসছি!
আমি তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)।
একাধিক: মেষশাবক যেখানেই যান, * কুমারীদল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই গিয়ে থাকে;
ঈশ্বরের সামনে তারা যে নিষ্কলঙ্ক (আল্লেলুইয়া)।

ধুয়ো : খ্রীষ্টই চিরকুমারীদের আনন্দমুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : খ্রীষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

১। সুকুমারীর পর্বদিনে
স্বর্গবাসী উল্লসিত,
মর্তলোকেও ভক্তবৃন্দ
গানে মুখরিত।

২। এই যে সাধ্বী সুকুমারী
খ্রীষ্টের ইচ্ছায় ছিলেন নতা,
এখন সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় রতা।

৩। আত্মসংযম দ্বারা তিনি [তাঁরা]
যত রিপু করলেন দমন ;
সংসার তুচ্ছ ক'রে করলেন
খ্রীষ্টের অনুগমন।

৪। তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের রিপু কর ধ্বংসন,
হৃদে সদ্‌গুণ ক'রে সঞ্চার
আশিস কর বর্ষণ।

৫। হে কুমারীর সন্তান, যীশু,
তুমি চিরকাল পূজিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (১৫শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : এসো, কন্যারা, * প্রভুর দিকে এগিয়ে যাও,
তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

২য় ধুয়ো : মাঝরাতে * হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর !
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : আনন্দোল্লাসের মাঝে
তাদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

℣ আমি প্রভুতে মহাপুলকে পুলকিত (আল্লেলুইয়া),
℟ আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল ;
আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয় (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : আমার * প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রেমের খাতিরে
আমি সংসার তুচ্ছ মনে করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো : দেহরক্তের কামনার উপরে * চিরকুমারীদের বিজয়, আহা, কত না উজ্জ্বল :
এখন তারা শাশ্বত গৌরবে উল্লসিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৯

℣ প্রভু তোমাতে প্রীত হলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তিনি তোমার দেশে বাস করবেন (আল্লেলুইয়া)।

ধুয়ো : মাঝরাতে * হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর!
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)।

ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে :
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

নব যেরুসালেমের আবির্ভাব গীতিকা ইসা ৬১:১০–৬২:৩

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, †
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুসালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।

তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

নব যেরুসালেম প্রভুর প্রীতি গীতিকা ইসা ৬২:৪-৭

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না ;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'আমার প্রীতি',

আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
সত্যি, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপরে আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।

যারা প্রভুকে স্মরণ কর, তোমরা বিশ্রাম করো না,
তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।

ধুয়ো: মাঝরাতে হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর!
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)।

℣ তুমি আমাকে দেখিয়েছ জীবনের পথ (আল্লেলুইয়া),
℟ তোমার সম্মুখেই আমার আনন্দের পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র: তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা: মথি ১৯:৩-১২ কিংবা মথি ২৫:১-১৩ কিংবা লুক ১০:৩৮-৪২।
স্তোত্র: প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। প্রদীপ ঠিকঠাক ক'রে, এসো,
হে কুমারী, মিলন-ভোজে।
স্বয়ং রাজা খ্রীষ্ট! দেখ,
স্বর্গবাসী তাঁকে পূজে।

২। এসো তবে মিলন কক্ষে,
ওগো বরের আকাঙ্ক্ষিতা,
তিনি এখন তোমায় করবেন
পুণ্যের মুকুটে ভূষিতা।

৩। মোদের মঙ্গল যাচনা কর,
শেখাও মোদের পুণ্যাচরণ,
শত্রু তবে খ্রীষ্ট থেকে
মোদের করবে না কো হরণ।

৪। খ্রীষ্টের মাতা ধন্যা মেরী,
কুমারীত্বের যিনি দর্পণ,
পুত্রের কাছে যাচনা করুন:
মোরা পাব যীশু-দর্শন।

৫। সুকুমারীর জয়লাভে
সাধুসাধ্বী উল্লসিত;
পরম ত্রিত্বের জয়গানে
মোরা সবে মুখরিত। (১৪শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো: ইনি * বুদ্ধিমতী কুমারী,
ইনি দূরদর্শী কুমারীদের একজন (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো: ইনি * সেই বুদ্ধিমতী কুমারী,
যাঁকে প্রভু জাগ্রত পেলেন (আল্লেলুইয়া)।
৩য় ধুয়ো: পবিত্রতমা কনে * প্রেমিক খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিতা ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে একাত্মা ছিলেন (আল্লেলুইয়া)।
৪র্থ ধুয়ো: এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।
৫ম ধুয়ো: যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **পরম গীত ৮:৭**

বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না, নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে; প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত, তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।

শ্লোক

℣ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
℟ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
℣ আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।
℟ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

পাস্কাকাল

℣ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: যা বাসনা করেছি, * আমি এখন তা দেখতে পাচ্ছি;
যা আশা করেছি, আমি এখন তা পেয়ে গেছি,
আমি এখন স্বর্গে তাঁরই সঙ্গে মিলিতা,
জীবনকালে যাঁকে গভীর ভক্তির সঙ্গে ভালবেসেছি (আল্লেলুইয়া)।
একাধিক: বর এসেছেন! * যে কুমারীরা প্রস্তুত ছিল,
তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহভোজে প্রবেশ করল (আল্লেলুইয়া)।
একজনমাত্র চিরকুমারী সাক্ষ্যমর: সুখী সেই কুমারী, * যিনি নিজেকে অস্বীকার ক'রে
নিজ ক্রুশ নিজেই বহন ক'রে
সেই প্রভুর অনুসরণ করেছেন,
যিনি কুমারীদের বর, সাক্ষ্যমরদের নৃপতি (আল্লেলুইয়া)।
একাধিক চিরকুমারী সাক্ষ্যমর: তোমাদেরই তো স্বর্গরাজ্য,
তোমরা যারা খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছ;
মেষশাবকের রক্তে ধৌত হয়ে
এখন গ্রহণ কর শাশ্বত গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর, আসুন, সেই খ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

হে চিরকুমারীদের মুকুট, আমাদের প্রার্থনা শোন।

-হে প্রভু যীশু, তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের একমাত্র বর ; আমরা যেন তোমা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না হই।

-তুমি তোমার মাতা মারীয়াকে সকল চিরকুমারীর রানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরা যেন পুণ্য জীবন যাপনেই তোমার সেবা করতে পারি।

-আজও অনেক ধর্মব্রতিনী অবিচ্ছিন্ন হৃদয়ে তোমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে থাকেন। তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন সংসারের মোহ-মায়া প্রতিরোধ করে অনুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারি।

-তুমিই সেই বর, বুদ্ধিমতী কুমারীরা যাঁর অপেক্ষায় ছিল। তাদের আদর্শে আমরাও যেন গভীর বাসনা ও আশার সঙ্গে তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় জাগ্রত থাকি।

-যাঁকে তুমি দিব্য জ্ঞানে ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল করেছ, সেই সাধ্বী ···র প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন ঐশপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ ও শুচিশুভ্র হয়ে উঠি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **প্রজ্ঞা ৮:২১**

আমি উপলব্ধি করেছি যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে, একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয়!

প্র ইনিই সেই বুদ্ধিমতী কুমারী (আল্লেলুইয়া),
উ প্রভুর আগমনে যিনি জাগ্রত ছিলেন (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ৭:২৫**

কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি।

প্র ইনিই বুদ্ধিমতী কুমারী (আল্লেলুইয়া),
উ ইনি বিচক্ষণ কুমারীদের একজন (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : কুমারীদের গৌরবময় দল
দিব্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **প্রত্যা ১৯:৬ক-৭**

আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান। কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে, তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।

প্র আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি (আল্লেলুইয়া),
উ আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে আর যেতে দেব না (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

একজনমাত্র চিরকুমারী : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০২২।

একাধিক

১। চিরকুমারীদের মুকুট,
ওগো খ্রীষ্ট বিশ্বত্রাতা,
তুমি যে কুমারীর সন্তান,
গ্রহণ কর গুণগাথা।

২। ওগো বর, তোমারই কণ্ঠে
শুভ্র পুষ্পমালাই ভূষণ ;
সুকুমারী দলের জন্য
নববধূর উজ্জ্বল আসন।

৩। যেথায় তুমি কর গমন,
সেথায় তাঁরাও তোমার সাথে,
তব নাম সঙ্কীর্তন করেন
পুণ্যের মালা তাঁদের হাতে।

৪। তোমার কাছে এ মিনতি :
মোদের মন পবিত্র ক'রে
পুণ্যের ইচ্ছা কর সঞ্চার :
পাপ এড়াব চিরতরে।

৫। হে কুমারীর সন্তান, যীশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

১ম ধুয়ো : পবিত্রতমা কনে * প্রেমিক খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিতা ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে একাত্মা ছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : সেই বিশ্বস্তা দাসী * ও মনোনীতা কনে যাঁর জন্য ব্যাকুল ছিলেন,
সানন্দে সেই প্রভুর হৃদয়েই প্রবেশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে ধন্য প্রাণ! * তুমি সেই ঐশপ্রজ্ঞার আসন হবার যোগ্য ছিলে,
মানবসন্তানদের সঙ্গে থাকা যার প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে সিয়োন কন্যা, * আনন্দ কর, কর উল্লাস ; দেখ, আমি আসছি ;
তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে

আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো: হে সিয়োন কন্যা, আনন্দ কর, কর উল্লাস; দেখ, আমি আসছি;
তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ৭:৩২,৩৪**

যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

শ্লোক

℣ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।
℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।
℣ তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন
℟ আনন্দোল্লাসের মাঝে।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।

পাস্কাকাল
℣ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: এসো, খ্রীষ্টের কনে, * গ্রহণ কর সেই মুকুট,
যা প্রভু অনাদিকাল থেকেই সঞ্চিত করে রেখেছেন তোমার জন্য
(আল্লেলুইয়া)।
বিকল্প: হে কুমারীর দল, * তোমাদের জয়!
তোমরাই প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
যাকোবের পরমেশ্বরের শ্রীমুখ-অন্বেষী মানুষ (আল্লেলুইয়া)।
একাধিক: বুদ্ধিমতী কুমারীরা, * প্রদীপ ঠিকঠাক কর; দেখ, প্রভু আসছেন।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)।

একজনমাত্র চিরকুমারী সাক্ষ্যমর : একমাত্র বলিতে * দু'টো মুকুট নিহিত :
শুচিতা ও ভক্তির মুকুট।
ইনি কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
সাক্ষ্যমরণও করলেন অর্জন (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যাঁরা স্বর্গরাজ্যের খাতিরে চিরকুমারীত্বের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রভু তাঁদের ধন্য বলেছেন। আসুন, সেই খ্রীষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

হে চিরকুমারীদের রাজা খ্রীষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।

-তুমি তোমার মণ্ডলীর একমাত্র বর ; তুমি চাও, মণ্ডলী নিজের শুচিতা ও পবিত্রতা নিখুঁত রাখবে। তুমি নিজেই তাকে শুচিশুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তোল।

-সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ সঙ্গে ক'রে তোমাকে বরণ করতে বেরিয়েছিল। ধর্মব্রতিনীদের অন্তরে বিশ্বস্ততা ও প্রেমের শিখা জ্বলন্ত করে রাখ।

-তোমার দ্বারাই কুমারী জননী মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন করে রেখেছে। তোমার সহায়তায় তোমার সকল ভক্তজন যেন ধর্মবিশ্বাসে অটল ও বলবান হতে পারে।

-তোমার সাধ্বী চিরকুমারী ...র পর্বদিনে তুমি তোমার ভক্তদের অন্তর আনন্দে ভরিয়ে তোল। তারা যেন তাঁর নিত্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করে আশাভ্রষ্ট না হয়।

-তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের তোমার স্বর্গীয় বিবাহভোজে স্থান দিয়েছ। পরলোকগত সকল ভক্তকেও অনন্ত জীবনের আনন্দে গ্রহণ কর।

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র

হে ঈশ্বর, কেবল তুমিই পবিত্র, তুমি ছাড়া মঙ্গলকর কিছুই নেই! সাধু …-র প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমাদেরও তোমার মত পবিত্র করে তোল, যেন তোমার ঐশগৌরব থেকে আমাদের কখনও বঞ্চিত হতে না হয়।

বিকল্প

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: সাধুসাধ্বীদের জীবনাদর্শ আমাদের অন্তরে পুণ্যতর জীবনযাপনের প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক। আমরা আজ যাঁদের পর্বদিবস আনন্দের সঙ্গে পালন করি, সেই সাধু … ও …-র আদর্শ যেন আমাদের জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারি।

একাধিক

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, সাধুসাধ্বীদের গৌরবমণ্ডিত ক'রে তুমি আমাদের কাছে তোমার ভালবাসার নতুন নতুন প্রমাণ প্রকাশ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সাধুসাধ্বীদের মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে ও তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার একমাত্র পুত্রকে বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ করতে পারি।

ধর্মব্রতী

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু … দীন নম্র খ্রীষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রতে তুমি আমাদের জন্য যে সিদ্ধতার আদর্শ স্থির করেছ, আমাদের আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে চলে আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা সার্থক করে তুলতে পারি।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীকে এই শিক্ষা দিয়েছ যে, তারা যেন ঈশ্বর বলে তোমাকে, ও প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তোমার সমস্ত স্বর্গীয় আজ্ঞা পালন করে। আশীর্বাদ কর: সাধু …-র জীবনাদর্শে আমরা যেন দয়াধর্ম অনুশীলন ক'রে তোমার রাজ্যে তোমার আশীর্বাদের পাত্র যারা তাদের মধ্যে গণিত হতে পারি।

শিক্ষাব্রতী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীর মধ্যে সাধু …কে ভাই-মানুষের কাছে পরিত্রাণের পথ দেখাতেই প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর জীবনাদর্শে উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন সদ্‌গুরু খ্রীষ্টকে এমনভাবে অনুসরণ করতে পারি, যার ফলে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে করেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০৪০।

১ম ধুয়ো: ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল: * প্রভু ধন্য;
তাঁর মহাবন্দনা কর চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: আমার পবিত্রজনদের * আমি শাশ্বত একটি নাম দেব,
তারা পরম আনন্দ পাবে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: সর্বজাতি প্রচার করে * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা,
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো: ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো: আমার ভক্তদের * আমি সম্মানের আসন দেব
আমার পিতার রাজ্যে (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,

যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো: আমার ভক্তদের আমি সম্মানের আসন দেব
আমার পিতার রাজ্যে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ফিলি ৩:৭-৮**

আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।
প্র গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন;
উ তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।

পাস্কাকাল

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র : বুদ্ধিমান লোকেরই মত
সাধু ··· বাড়ি গেঁথে তুলেছেন পাথরের ভিতের উপর (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক : সুখী তোমরা, * ঈশ্বরের সাধুসাধ্বী সকল!
স্বর্গের নাগরিক হয়ে তোমরা প্রভুর গৌরব দর্শনে মুখরিত (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতী : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (আল্লেলুইয়া)।

সেবাব্রতী : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

শিক্ষাব্রতী : সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।,
কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত **সাম ৯৫**

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : সাধু ···র পর্বদিনে,
এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

১। বিশ্বত্রাতা, ওগো যীশু,
তুমিই সাধুদের নৃপতি ;
তব ভক্তের পর্বদিনে
শ্রবণ কর এ মিনতি।

২। জীবনকালে তব সেবক
তব নামেই নিলেন শরণ ;
অদ্য মোরা তাঁর কৃতিত্ব
মহানন্দে করি স্মরণ।

৩। সংসার-মাঝে গমন ক'রে
তিনি তুচ্ছ করলেন ভ্রান্তি ;
তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে
রক্ষা করলেন আন্তর শান্তি।

৪। নশ্বর যত অস্বীকার ক'রে
ছিলেন পুণ্যেরই সঞ্চারী ;
অবিনশ্বর মুকুট লাভে
এখন স্বর্গেরই দিশারী।

৫। তব ভক্তের যাচনার ফলে
কৃপা কর মোদের প্রতি :
যত পাপ ক্ষমা ক'রে
পুণ্য কর মোদের মতি।

৬। বিশ্বরাজা দয়াল যীশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৮ম শতাব্দী)

একাধিক

১। খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ ;
স্বর্গমর্ত মুখরিত,
মোদের অন্তর আনন্দিত।

২। তাঁরা ছিলেন নম্র শুচি,
যাপন করলেন পুণ্য জীবন ;

৩। স্বর্গ হতে অদ্য তাঁরা
মোদের অশ্রু করেন মোচন,
বিশ্বে দয়া করেন প্রকাশ,
মঙ্গল যত করেন বিকাশ।

৪। তবে এসো, সমস্বরে
প্রভুর সেবকদের প্রশংসি ;

মর্তে স্থাপন করলেন শান্তি,
এখন তাঁরাই স্বর্গের কান্তি।
মোদের জীবন পুণ্য করতে
তাঁদের চেষ্টা সদাই বর্তে।

৫। স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

ধর্মব্রতী

১। এসো, মহানন্দের সঙ্গে
তাঁরই কথা করি স্মরণ,
যিনি তব নামের, পিতা,
করলেন গুণগান আমরণ।

২। খ্রীষ্টের জন্য সবই ছেড়ে
তিনি নিলেন পুণ্যের ব্রত;
মায়া-বন্ধন ছিন্ন ক'রে
খ্রীষ্টপ্রেমে থাকলেন রত।

৩। নিষ্ঠার সঙ্গে, ওগো পিতা,
দেহের লালস করলেন বর্জন;
শুচি, নম্র, বাধ্য হয়ে
খ্রীষ্টপ্রেম করলেন অর্জন।

৪। চিন্তা, কথা, যত কর্মে
হয়ে প্রেম-অনুপ্রাণিত
তিনি চাইলেন তোমার সঙ্গে
হতে সর্বদা মিলিত।

৫। তোমার সঙ্গে তিনি ছিলেন
প্রেমের শৃঙ্খল-শৃঙ্খলিত;
এখন স্বর্গে গমন ক'রে
গৌরবমুকুট-পরিহিত।

৬। তাঁর আদর্শে মোরা যেন
স্বর্গে দ্রুত গিয়ে উঠি:
সেথায় সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
সদা গাইব তব স্তুতি। (২০শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: সুখী সেই মানুষ,
প্রভুর বিধানে যার প্রীতি;
তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন;
সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো: ভক্তজন ডাকলেই * প্রভু তাকে সাড়া দিলেন,
শান্তিতে তাকে করলেন প্রতিষ্ঠিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪

৩য় ধুয়ো: প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন;
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো: হে প্রভু, * যার কাজ ছিল ধর্মময়,
সেই তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে,
সেই তোমার পর্বতে বসবাস করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

২য় ধুয়ো: তুমি * পেয়েছ প্রভুর কাছ থেকে আশিসধারা,
কারণ তুমি ছিলে ঈশ্বরের শ্রীমুখ অন্বেষী (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো: ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত:
প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৮

℣ পরীক্ষিত হয়ে তিনি সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তা হবে তাঁর গৌরবের কারণ (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : ধার্মিকদের পথ * আলোরই মত,
ভোরে তার উদয়, মধ্যাহ্নে তার পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

ভরসা **গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮**

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা **গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১;১৫:৩-৫ক,৬খ**

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

সুখী যারা আত্মায় দীনহীন **গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১**

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

ধুয়ো : ধার্মিকদের পথ আলোরই মত,
ভোরে তার উদয়, মধ্যাহ্নে তার পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

℣ প্রভু ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করলেন (আল্লেলুইয়া),
℟ তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : মথি ৫:১-১২; ধর্মব্রতী : মথি ১৯:৩-১২; লুক ৯:৫৭-৬২; মার্ক ১০:১৭-৩০;
শিক্ষাব্রতী : মার্ক ৯:৩৪-৩৭; মার্ক ১০:১৩-১৬; সেবাব্রতী : মথি ২৫:৩১-৪৬।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

একজনমাত্র

১। ওগো যীশু, তুমিই স্বর্গ,
তুমিই সত্য, তুমিই জীবন :
তব নামের ভক্ত যিনি,
জয়মালা পেলেন তিনি।

২। তব ভক্তের যাচনা শুনে
মোদের প্রতি চেয়ে দেখ :
পাপের শক্তি ক'রে ধ্বংসন
আশিসধারা কর বর্ষণ।

৩। তব সেবক যথাসাধ্য
মায়ার শৃঙ্খল করলেন ছিন্ন ;
ক'রে পুণ্যের অনুসরণ
করলেন তোমার অনুকরণ।

৪। সংসারক্ষেত্রে ক'রে সংগ্রাম
তব নামেই নিলেন শরণ :
শত্রুর মাথা নিষ্পেষিত,
যত রিপু বিনাশিত।

৫। তাঁর কী ভক্তি! তাঁর কী বিশ্বাস!
দীর্ঘ প্রার্থনাতে রত!
ছিলেন আলো-বহনকারী,
এখন স্বর্গের অধিকারী।

৬। বিশ্বরাজা দয়াল যীশু,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত,
তুমি চিরকাল পূজিত। (১০ম শতাব্দী)

একাধিক

১। খ্রীষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

২। মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

৩। আহা! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রীষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

৪। পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রীষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

৫। দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

৬। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

ধর্মব্রতী

১। প্রেমময় মুক্তিদাতা,
তুমি সত্যি পূজনীয় :
ভক্তের প্রাণে আত্মা দ্বারা
পিতার ইচ্ছায় জাগে সাড়া।

৩। তুমি ডাকলেই ভক্ত ছোটেন,
তুমি চাইলেই সবই ছাড়েন।
ক্রুশের গৌরব ভক্তের ভূষণ,
কেবল ঈশ্বর তাঁর অন্বেষণ।

২। তব জীবন ভক্তের জীবন :
তব পিতার মোরাও সন্তান।
তব শক্তি ভক্তের শক্তি :
মোদের হৃদে জাগে ভক্তি।

৪। আহা! কী মহান আদর্শ
হতে পারলেন তব ভক্ত!
যথাসাধ্য রিপু-সংগ্রাম,
পুণ্যের চূড়ায় শুধু বিশ্রাম।

৫। পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে,
ওগো খ্রীষ্ট, তুমি পূজ্য ;
তব সাধুসাধ্বীর অন্তর
ত্রিত্বের স্তব করে নিরন্তর। (২০শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : প্রভু, * আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন ;
এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : সুখী * সেই দাস,
যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **রো ১২:১-২**

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

শ্লোক

প্র ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।
উ ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।
প্র টলবে না তার পদক্ষেপ ;
উ পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।

পাস্কাকাল

প্র ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র টলবে না তার পদক্ষেপ।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব।
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক: শান্তির সাধক যারা, * শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী;
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতী: তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।

সেবাব্রতী: তোমরা যে আমার শিষ্য * তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে (আল্লেলুইয়া)।

শিক্ষাব্রতী: এ শিশুদের স্বর্গদূতেরা
স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

ঈশ্বরের প্রশংসাগানে সম্মিলিত হয়ে, আসুন, আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের চরণ চালিত করেন শান্তি ও ন্যায়ের পথে:

হে প্রভু, তোমার জনগণকে পবিত্রিত কর।

-পাপ ছাড়া আমাদের মত হবার জন্য তুমি সব দিক দিয়েই পরীক্ষিত হয়েছিলে। আমাদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে আমাদের দয়া কর।

-তুমি ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় সকলকে আহ্বান কর। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাইমানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।

-তুমি চেয়েছিলে, তোমার শিষ্যেরা পৃথিবীর লবণ ও জগতের আলো হবে। তুমি নিজেই আমাদের মন আলোকিত কর।

-তুমি এ পৃথিবীতে এসেছিলে সেবা আদায় করতে নয়, বরং সেবা করতে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন মানবসেবায় তোমার মত হতে পারি।

-তুমি পিতা ঈশ্বরের মহিমার দীপ্তি, তাঁর ঐশস্বরূপের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। কৃপা কর, এ জীবন শেষে আমরা যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **গা ৬:৭খ-৮**

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

℣ প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন (আল্লেলুইয়া),
℟ বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : সুখী * সেই দাস,
যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ৯:২৬-২৭**

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

℣ সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু (আল্লেলুইয়া);
℟ যাকে তোমার বিধানের কথা শেখাও (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ফিলি ৪:৮,৯খ**

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তারা আনন্দে মেতে উঠুক (আল্লেলুইয়া),
℟ তারা চিরকাল আনন্দ করবে আর তুমি তাদের মাঝে বাস করবে (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র : জাগরণীর উপযুক্ত স্তোত্রগুলি ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০৩৪।

১ম ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, * যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু,
যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা, (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, * কৃপা ও দয়া তাদের প্রাপ্য,
তিনি আপন ভক্তদের রক্ষা করেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * ও মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে
পুণ্যাত্মারা গাইতেন এক নতুন গান (আল্লেলুইয়া)।

ঈশ্বরের বন্দনাগান **গীতিকা প্রত্যা ১৫:৩-৪**

মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ,
হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ,
হে সর্বজাতির রাজা!

কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে
পুণ্যাত্মারা গাইতেন এক নতুন গান (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **রো ৮:২৮-৩০**

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

শ্লোক

প্র প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।
উ প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।
প্র ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।
উ তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।

পাস্কাকাল

প্র প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র : সংসার * আর সংসারের সবকিছু তুচ্ছ ক'রে
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ কথায় ও কাজে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য করেছে সঞ্চয় (আল্লেলুইয়া)।
একাধিক : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)।
ধর্মব্রতী : যে আমার অনুসরণ করে, * সে অন্ধকারে চলবে না,
কিন্তু জীবনের আলো পাবে।, একথা বলছেন প্রভু (আল্লেলুইয়া)।
সেবাব্রতী : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)।
শিক্ষাব্রতী : শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও,
কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

যিনি পরম পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সাধুসাধ্বীদের আদর্শ ও যাচনার ফলে তিনি যেন দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদের সহায়তা করেন :

প্রভু, তুমি নিজে যেমন পবিত্র, আমাদের তেমনি পবিত্র করে তোল।

-তোমার ইচ্ছা, আমরা তোমার সন্তান বলে অভিহিত হব, আর সেইমত ব্যবহার করব। মণ্ডলী যেন বিশ্বজুড়ে তোমার পবিত্রতার সাক্ষী হয়ে তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

-তোমার আহ্বান, আমরা তোমার আলোতে চলব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তোমার আশীর্বাদে আমাদের জীবনে আমরা যেন সব ধরনের সৎকাজে ফলশালী হতে পারি।

-খ্রীষ্টের মাধ্যমে তুমি তোমার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছ। যারা তোমাতে বিশ্বাসী, তাদের রক্ষা কর, তারা যেন তোমার সঙ্গে এক হতে পারে।

-তুমি স্বর্গীয় ভোজে অংশ নেবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ কর। বর প্রদান কর, তোমার পুত্রের বাণী ও দেহরক্তের ভোজে অংশ গ্রহণ করে আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে পুণ্যবান হয়ে উঠি।

-তোমার অসীম দয়ায়, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার শ্রীমুখ দর্শনলাভের যোগ্য করে তোল। আমরাও যেন তোমার গৌরবের অংশভাগী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র

হে ঈশ্বর, তুমি প্রতি বছর সাধ্বী …-র পর্বদিবস পালন করার আনন্দ আমাদের দান কর। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা এ অনুষ্ঠানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আহূত, যেন সৎজীবন যাপন করে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি।

বিকল্প

হে প্রভু, তোমাকে জানবার ও ভালবাসার যে বাসনায় তুমি সাধ্বী …কে পরিপূর্ণ করেছিলে, আমাদের অন্তরেও সেই বাসনা সঞ্চার কর, যেন তাঁর জীবনাদর্শ সূক্ষ্মরূপে পালন ক'রে আমরা সরল মনে তোমার মর্যাদা স্বীকার করি এবং বিশ্বাসে ও কর্মে তোমার গ্রহণযোগ্য হতে পারি।

একাধিক

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সাধ্বী … ও …-র জীবনাচরণে আমরা এক অপূর্ব পবিত্রতার আদর্শ পেয়েছি। তাঁদের মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন স্বর্গীয় সহায়তা লাভ করতে পারি।

ধর্মব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধ্বী … দীন নম্র খ্রীষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রতে তুমি আমাদের জন্য যে সিদ্ধতার আদর্শ স্থির করেছ, আমাদের আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে চলে আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা সার্থক করে তুলতে পারি।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীকে এই শিক্ষা দিয়েছ যে, তারা যেন ঈশ্বর বলে তোমাকে, ও প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তোমার সমস্ত স্বর্গীয় আজ্ঞা পালন করে। আশীর্বাদ কর: সাধ্বী …-র জীবনাদর্শে আমরা যেন দয়াধর্ম অনুশীলন ক'রে তোমার রাজ্যে তোমার আশীর্বাদের পাত্র যারা তাদের মধ্যে গণিত হতে পারি।

শিক্ষাব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীর মধ্যে সাধ্বী …কে ভাই-মানুষের কাছে পরিত্রাণের পথ দেখাতেই প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর জীবনাদর্শে উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন সদ্‌গুরু খ্রীষ্টকে এমনভাবে অনুসরণ করতে পারি, যার ফলে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে করেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ১০৫০।

বাণী পাঠ **ফিলি ৩:৭-৮**

আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

শ্লোক

প্র আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।
উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।
প্র তুমি যে তোমার দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছ,
উ তোমার করুণায়।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।

পাস্কাকাল

℣ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তুমি যে তোমার দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছ।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র : গ্রহণ কর * তোমার শ্রমের ফল,
তোমার শুভকর্মের জন্য গ্রহণ কর আমাদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক : প্রভুর প্রশংসা কর, * তাঁকে জানাও ধন্যবাদ,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতিনী : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (আল্লেলুইয়া)।

সেবাব্রতিনী : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

শিক্ষাব্রতিনী : সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।,
কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ (আল্লেলুইয়া)।

আহ্বান সঙ্গীত **সাম ৯৫**

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : সাধ্বী…র পর্বদিনে,
এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

জাগরণী

স্তোত্র

১। অদ্য সাধ্বী নারীর [সাধ্বীদেরই] পর্বে
স্বর্গমর্ত মুখরিত ;
তিনি [তাঁরা] সত্যি স্তুতির যোগ্য,
মোরাও উল্লসিত।

২। গভীর ভক্তির সঙ্গে তিনি [তাঁরা]
ছিলেন প্রভুর পূজায় রত ;
জাগরণ, তপস্যায় ছিলেন
তাঁরই ইচ্ছায় নত।

৩। মোহ-মায়া তুচ্ছ ক'রে,
যত রিপু ক'রে দমন,
পুণ্যকর্ম সাধন ক'রে
স্বর্গে করলেন গমন।

৪। মর্তলোকে কষ্টের মধ্যেই
তিনি [তাঁরা] করলেন জীবনধারণ ;
প্রতিদানে প্রভু তাঁকে [তাঁদের]
কাছে করলেন বরণ।

৫। তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
ক্ষমা কর মোদের ত্রুটি :
সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মোরা
গাইব তব স্তুতি। (১৫শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ধন্য প্রভুর নাম!
তাঁর দাসীতে তিনি আপন দয়া প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮
২য় ধুয়ো : তাঁর মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার কথা,
তাঁর ওষ্ঠ মঙ্গলবাণী (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪
৩য় ধুয়ো : সাধ্বী নারীরা * প্রভুতে ভরসা রাখলেন,
অন্তরে তাঁর স্তুতিগান করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬
প্র সৌন্দর্য মায়াই শুধু (আল্লেলুইয়া),
উ যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসার যোগ্য (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমাকে * আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৫
২য় ধুয়ো : সিয়োনের ভিত * পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়,
ঈশ্বরের আদেশ এ কন্যার অন্তরে গাঁথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭
৩য় ধুয়ো : আমার দাস * ও দাসীদের উপর
আমি আমার আত্মাকে বর্ষণ করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৯
প্র নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করল (আল্লেলুইয়া),
উ দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ করল (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)।

ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ **গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক**

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে :
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

নব যেরুসালেমের আবির্ভাব **গীতিকা ইসা ৬১:১০–৬২:৩**

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, †
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুসালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।

তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

নব যেরুসালেম প্রভুর প্রীতি **গীতিকা ইসা ৬২:৪-৭**

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
সত্যি, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপরে আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।

যারা প্রভুকে স্মরণ কর, তোমরা বিশ্রাম করো না,
তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।

ধুয়ো: একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)।

প্র তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ (আল্লেলুইয়া),
উ তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র: তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা: মথি ৫:১-১২; ধর্মব্রতিনী: মথি ১৯:৩-১২; লুক ৯:৫৭-৬২; মার্ক ১০:১৭-৩০;
শিক্ষাব্রতিনী: মার্ক ৯:৩৪-৩৭; মার্ক ১০:১৩-১৬; সেবাব্রতিনী: মথি ২৫:৩১-৪৬।
স্তোত্র: প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। খ্রীষ্টের সেবিকারই [সেবিকাদের] কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ :
তাঁরই [তাঁদের] পর্বদিনে, এসো,
সেই আদর্শ করি বরণ।

২। তিনি [তাঁরা] বিশ্বাস, সজীব আশা,
গভীর ভক্তি-অলঙ্কৃতা ;
পুণ্য কর্মে আনন্দিতা :
ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্দীপিতা।

৩। সংসার আদৌ পারল না কো
তাঁকে [তাঁদের] করতে শৃঙ্খলিত,
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা বিশ্ব হল
খ্রীষ্টের বাসে সুবাসিত।

৪। আত্মসংযম, জাগরণে
তাঁরই [তাঁদের] দেহমনের তুষ্টি :
নশ্বর সবই তুচ্ছ ক'রে
স্বর্গের দিকেই রাখলেন দৃষ্টি।

৫। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ফ্রান্সিস জেভিয়ার রেউস † ১৯২৪)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : হে ধন্য প্রাণ! * তুমি সেই ঐশপ্রজ্ঞার আসন হবার যোগ্য ছিলে,
মানবসন্তানদের সঙ্গে থাকা যার প্রীতি (আল্লেলুইয়া)।

২য় ধুয়ো : যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

৩য় ধুয়ো : শীতকাল পার হয়েই গেছে, * বর্ষা থেমে গেছে :
ওঠ, আমার সখী, কাছে চলে এসো (আল্লেলুইয়া)।

৪র্থ ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

৫ম ধুয়ো : আমি * প্রভুতে আনন্দ করব,
আমার ঈশ্বর যীশুতে উল্লাস করব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **রো ১২:১-২**

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

শ্লোক

প্র প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।
উ প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।
প্র পরমেশ্বর নিজেই তাঁর সঙ্গে আছেন,
উ তিনি টলবেন না।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।

পাস্কাকাল

প্র প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পরমেশ্বর নিজেই তাঁর সঙ্গে আছেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র : স্বর্গরাজ্য * তেমন এক বণিকের মত,
যে উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছিল ;
একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)।
ধর্মব্রতিনী : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।
সেবাব্রতিনী : তোমরা যে আমার শিষ্য * তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে (আল্লেলুইয়া)।
শিক্ষাব্রতিনী : শিশুদের স্বর্গদূতেরা
স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

এসো, প্রভু যীশু।

-সেই যে নারী পাপ করেছিল, তুমি তার বিষয়ে বলেছিলে : সে অধিক ভালবেসেছে বলে তার অনেক পাপ ক্ষমা করা হল। আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।

-তোমার প্রৈরিতিক যাত্রাকালে কতিপয় পুণ্যবতী নারী তোমাকে অনুসরণ ক'রে তাদের বিনীত সেবায় তোমাকে সাহায্য করত। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন বিনীত সেবার পথে চলতে পারি।

-মারীয়া তোমার বাণী শুনছিলেন, মার্থা তোমার সেবা করছিলেন। তোমার বাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়িয়ে দাও, উদার করে তোল আমাদের সেবা মনোভাব।

-যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, তুমি তাদের তোমার ভাই, বোন ও মাতা বলেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন কথায় ও কাজে পিতার ইচ্ছা সানন্দে পালন করতে পারি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **গা ৬:৭খ-৮**

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে ; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

℣ সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ (আল্লেলুইয়া),
℟ যারা প্রভুর বিধানে চলে (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ৯:২৬-২৭**

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

℣ আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি (আল্লেলুইয়া),
℟ আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে আর যেতে দেব না (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: আমি * প্রভুতে আনন্দ করব,
আমার ঈশ্বর যীশুতে উল্লাস করব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ফিলি ৪:৮,৯খ**

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ তোমার উদ্দেশে, প্রভু, আমি গান গাইব (আল্লেলুইয়া)।
℟ নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব (আল্লেলুইয়া)।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। মহানন্দ করি, এসো:
আজ যে সাধ্বী নারীর [এ নারীদের] পর্ব!
নারীবুকে বীরের শক্তি;
তিনিই [তাঁরাই] স্বর্গধামের গর্ব।

২। দিব্য প্রেমে হয়ে দীপ্ত,
যত লালস ক'রে তুচ্ছ,
পুণ্যের শীর্ষে গমন করলেন:
সেথায় জ্বলে স্বর্গ স্বচ্ছ।

৩। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রে দমন
ঐশস্তবে থেকে রতা,
অন্তর শুভ্র নির্মল রেখে
পুণ্যে ছিলেন নিবেদিতা।

৪। ওগো খ্রীষ্ট বিশ্বরাজা,
হে বলিষ্ঠদের নৃপতি,
সাধ্বী নারীর [এ সাধ্বীদের] যাচনাফলে
শোন গো মোদের মিনতি।

৫। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (সিল্ভিউস আন্তনিয়ানো † ১৬০৩)

১ম ধুয়ো: এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০
২য় ধুয়ো: যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২
৩য় ধুয়ো: প্রভু * তাকে করেছেন তাঁর আশীর্বাদের পাত্র,
তাই তিনি ঈশ্বরের চোখে অনুগ্রহ পেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭
৪র্থ ধুয়ো: যে আমাকে পায়, * সে জীবন পায়,
প্রভুর কাছ থেকে সে পায় পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ
৫ম ধুয়ো: নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
গরিবকে সাহায্য করে,
খায় নিজের হাতের শ্রমফলে (আল্লেলুইয়া)।

খ্রীষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ **গীতিকা এফে ১:৩-১০**

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

৫ম ধুয়ো: নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে,
গরিবকে সাহায্য করে,
খায় নিজের হাতের শ্রমফলে (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **রো ৮:২৮-৩০**

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন,
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।

পাস্কাকাল

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন।

℣ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

একজনমাত্র: নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করল,

দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ করল (আল্লেলুইয়া)।

ধর্মব্রতিনী: তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,

তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।

সেবাব্রতিনী: আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি

তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,

জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,

তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)।

শিক্ষাব্রতিনী: শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও,

কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।

মিনতি নিবেদন

আসুন, স্বর্গীয় সাধুসাধ্বীদের মধ্যস্থতার উপর নির্ভর ক'রে প্রভুকে অনুনয় করে বলি:

হে প্রভু, তোমার জনমণ্ডলীকে স্মরণে রাখ।

-অনেক নারী দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে তোমার জন্য রক্ত দান ক'রে শহীদ-মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন প্রতিকূলতার মাঝে পবিত্র আত্মার শক্তি উপলব্ধি করতে পারে।

-অনেক নারী বিবাহ-সাক্রামেন্তের মাধ্যমে তাঁদের খ্রীষ্টীয় আহ্বান সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

-অনেক নারী বিধবা হয়েও প্রার্থনা ও সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে আপন নিঃসঙ্গ জীবন পুণ্য করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন জগতের কাছে প্রার্থনা ও সেবাকর্মের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারে।

-অনেক সাধ্বী মাতা আপন সন্তানদের করে তুলেছিলেন প্রভুভক্ত ও আদর্শ নাগরিক। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন সকল মানুষের অন্তরে তোমার ঐশঅনুগ্রহ ও সত্য সঞ্চার করতে পারে।

-অনেক সাধ্বী নারী তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের স্বর্গধামের পরম আনন্দে গ্রহণ কর।

মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা

সমাপন প্রার্থনা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, পাপীদের জন্য তুমি দয়া ও ক্ষমার আশ্রয়, সাধুসাধ্বীদের জন্য তুমি আনন্দ-নিকেতন। অনুনয় করি: যাঁকে আমরা (আজ) শেষ বিদায় জানাবার জন্য সমবেত হয়েছি, তোমার সেই সেবক …কে তোমার মনোনীতজনদের সাহচর্যে গ্রহণ কর, তিনি যেন পুনরুত্থানের দিনে গৌরবময় নবীন দেহে পরিবৃত হয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে

হে ঈশ্বর, তুমি বিশ্বাসীর গৌরব, তুমি ধার্মিকের জীবন: তোমার পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানই সাধন করল আমাদের মুক্তি। তোমার সেবক …-র প্রতি প্রসন্ন হও: জীবনকালে যাঁরা আমাদের পুনরুত্থান-রহস্য স্বীকার করলেন, তাঁরা যেন চিরশান্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

পাস্কাকালে

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, তোমার পুত্র স্বেচ্ছায়ই আমাদের হয়ে আপন দেহে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, যেন তোমার সেবক … মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থানের অংশী হতে পারেন।

একাধিক মৃতব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তেুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র পুত্র মৃত্যুর উপর জয়লাভ করে স্বর্গধামে উত্তরণ করবেন। আশীর্বাদ কর: এজীবনের মরণশীলতার উপর জয়লাভ ক'রে তোমার পরলোকগত সেবক … [ও …] বিশ্বস্রষ্টা ও মুক্তিসাধক সেই তোমাকেই চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

পোপের জন্য

হে ঈশ্বর, তোমার অপূর্ব মঙ্গলবিধানে তুমি তোমার সেবক …কে তোমার মণ্ডলীর পরিচালানয় নিযুক্ত করেছিলে। তাই আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: জীবনকালে তিনি এজগতে যাঁর প্রতিনিধি ছিলেন, তোমার সেই পুত্র তাঁকে সনাতন গৌরবে গ্রহণ করুন।

ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের জন্য

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যাঁরই হাতে তুমি তোমার পরিবারভুক্ত ভক্তদের যত্ন-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেছিলে, তোমার সেই সেবক বিশপ … যেন তাঁর মহাপরিশ্রমের ফল সঙ্গে করে তাঁর প্রভুর শাশ্বত আনন্দে প্রবেশ করতে পারেন।

কোন ধর্মব্রতীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে যিনি সিদ্ধ ভালবাসার পথ চলেছিলেন, তোমার সেবক … তোমার গৌরবময় আগমনে উল্লসিত হোন ও তাঁর ভ্রাতাদের / ভগিনীদের সঙ্গে তোমার রাজ্যের চিরকালীন আনন্দ উপভোগ করুন।

মাতাপিতার জন্য

হে ঈশ্বর, তুমি মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করতে আজ্ঞা দিয়েছ, তাই প্রসন্ন হয়ে আমার (আমাদের) মাতাপিতার প্রতি সদয় হয়ে তাঁদের পাপকর্ম ক্ষমা কর, এবং তোমার কৃপায় আমি (আমরা) যেন একদিন স্বর্গে শাশ্বত জ্যোতির আনন্দে তাঁদের আবার দেখতে পাই।

আত্মীয়স্বজন ও উপকারী বন্ধুদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তুমি ক্ষমা দানে ও মানবপরিত্রাণ সাধনে প্রীত, তাই তোমার কৃপা প্রার্থনা করি: আমাদের সম্প্রদায়ের যে ভ্রাতা (ভগিনী), আত্মীয়স্বজন ও উপকারী ব্যক্তিগণ এজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরা যেন নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়া ও নিখিল সাধুসাধ্বীর প্রার্থনার পুণ্যফলে চিরকালীন আনন্দের অংশী হতে পারেন।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুরই জন্য জীবিত সকল প্রাণী ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। **সাম ৯৫**

জাগরণী

স্তোত্র

১। ওগো দয়াল প্রভু যীশু,
বন্ধু লাজার মারা গেলে
অশ্রু ফেলে তুমি তাঁকে
ফিরিয়ে দিলে প্রাণ।

২। নিজের হত্যাকারীর জন্য
তুমি ক্ষমা করলে যাচনা ;
অনুতপ্ত দস্যু পেল
স্বর্গের অঙ্গীকার।

৩। তব ক্রুশের ধারে ছিলেন
অশ্রুসিক্তা তব মাতা :
মৃত্যুকালে তিনি যেন
কাছে থাকেন হে।

৪। ওগো উত্তম পালক যীশু,
মৃত ভক্তবৃন্দ যেন
স্বর্গে তব উজ্জ্বল মুখের
করেন দর্শনলাভ।

৫। সর্বজাতির আশা খ্রীষ্ট,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত :
এখন, চিরকাল। (২০শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ঈশ্বর * মৃত্যুকে গড়েননি ;
জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬

২য় ধুয়ো : সে তোমার তাঁবুতে * আতিথ্য পাবে,
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : আমার দেহ * নিরাপদে করে বিশ্রাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৬

℣ তোমার স্নেহধারা কতই না মহান, ওগো প্রভু, (আল্লেলুইয়া),
℟ তোমার কথা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর (আল্লেলুইয়া)।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * আমার পালক ;
তিনি সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৩

২য় ধুয়ো : সৃষ্টি * অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে
ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৫

৩য় ধুয়ো : জীবনময় ঈশ্বরের জন্য * আমার প্রাণ তৃষাতুর ;
কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ? (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪২

℣ হে প্রভু, পাতালের কবল থেকে (আল্লেলুইয়া)
℟ উদ্ধার কর তাদের প্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমিই অবলম্বন আমার :
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে হবে না (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : মৃত্যু * চিরকালের মতই নিমজ্জিত হবে ;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু মুছে দেবেন সকলের অশ্রুজল (আল্লেলুইয়া)।

ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬**

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ **গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯**

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ **গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১**

পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

ধুয়ো : হে প্রভু, তুমিই অবলম্বন আমার :
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে হবে না (আল্লেলুইয়া)।

বিকল্প

ধুয়ো : মৃত্যু চিরকালের মতই নিমজ্জিত হবে ;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু মুছে দেবেন সকলের অশ্রুজল (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে (আল্লেলুইয়া),
℟ প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে (আল্লেলুইয়া)।

সুসমাচার ঘোষণা : যোহন ৬:৫১-৫৮।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। মহামহিম রাজা খ্রীষ্ট,
মোদের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি মৃত্যু করলে বরণ :
মৃত্যুনাশী তব মরণ।

২। নিও মোদের, ওগো যীশু,
মৃত্যু হতে জীবনলোকে ;
যারা মৃত্যু করল সহন,
তাদের স্বর্গে কর গ্রহণ।

৩। ওগো মৃত্যুঞ্জয় খ্রীষ্ট,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তুমি সর্বকাল পূজিত,
বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

১ম ধুয়ো : মেতে উঠবে * সেই হাড়গুলি
যা তুমি করেছ চূর্ণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৫১
২য় ধুয়ো : শোন, প্রভু, * মিনতি আমার :
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৫
৩য় ধুয়ো : প্রভু, * আমাকে ধরে রাখে
তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)।সাম ৬৩
৪র্থ ধুয়ো : পাতালের হাত থেকে, * ওগো প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা—পৃঃ ৬৯৪
৫ম ধুয়ো : সর্বপ্রাণীকুল * করুক প্রভুর প্রশংসা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

বাণী পাঠ **১ থে ৪:১৪**

আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন ; তাই ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন।

শ্লোক

℣ তোমার বন্দনা করব, প্রভু ; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
℟ তোমার বন্দনা করব, প্রভু ; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
℣ তুমি নৃত্যেই পরিণত করেছ আমার বিলাপ।
℟ তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমার বন্দনা করব, প্রভু ; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমিই * পুনরুত্থান ও জীবন।

আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে ;

আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে,

সে কখনও মরবে না।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট * মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন,

আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরমাত্মা দ্বারা আমাদের মরণশীল দেহকেও পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন। তেমন আশায় উদ্দীপিত হয়ে, আসুন, প্রার্থনা করে বলি :

হে প্রভু, খ্রীষ্টে আমাদের জীবন দান কর।

-তুমি দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের মৃত্যুতে আমাদের সমাহিত ক'রে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী করেছ। সহায়তা কর, পুণ্য জীবন যাপন ক'রে আমরা যেন মৃত্যুর পরে সর্বদাই খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারি।

-তুমি তো স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ রুটি দানে আমাদের পরিপুষ্ট কর। প্রভুর ভোজে যোগদান করায় আমরা যেন ভাবী পুনরুত্থানের পূর্বশর্ত গ্রহণ করতে পারি।

-গেথ্‌সেমানি বাগানে দুঃখে আক্রান্ত তোমার পুত্রকে তুমি সান্ত্বনা দিয়েছিলে। মৃত্যুকালে আমাদেরও সান্ত্বনা দান কর।

-তুমি একদিন সেই তিনজন যুবককে অগ্নিচুল্লি থেকে উদ্ধার করেছিলে। পরলোকগত সকল ভক্তকে পাপদণ্ড থেকে মুক্ত কর।

-তুমি জীবিত মৃত সকলেরই ঈশ্বর। আমাদের মৃত ভাইবোনদের খ্রীষ্টের গৌরবের সহভাগী করে তোল ; আমাদেরও একদিন সাধুসাধ্বীর আনন্দপূর্ণ সমাবেশে গ্রহণ কর।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

স্তোত্র : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০৫৪।

ধুয়ো : শোন, প্রভু, * মিনতি আমার :

তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **যোব ১৯:২৫-২৬**

আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন! আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন! আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

℣ প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি, কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর? (আল্লেলুইয়া)।

℟ পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক : আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)।

মধ্যাহ্ন প্রহর

স্তোত্র : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০৫৪।

ধুয়ো : প্রভু, * আমাকে ধরে রাখে

তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **প্রজ্ঞা ১:১৩-১৫**

ঈশ্বর তো মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন। আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ ; তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ, পৃথিবীর উপরে

পাতালেরও রাজত্ব নেই, কেননা ধর্মময়তা অমর।

℣ মৃত্যু-ছায়ার মাঝেও আমি ভয় করব না (আল্লেলুইয়া),
℟ কারণ তুমি, প্রভু, আমার সঙ্গে আছ (আল্লেলুইয়া)।

অপরাহ্ণ প্রহর

স্তোত্র : জাগরণীর স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০৫৪।

ধুয়ো : পাতালের হাত থেকে, * ওগো প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **ইসা ২৫:৮**

ঈশ্বর মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন ; স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল, তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন, কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।

℣ শোন, প্রভু, মিনতি আমার (আল্লেলুইয়া) :
℟ তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)।

সন্ধ্যারতি

স্তোত্র : প্রভাতী বন্দনার স্তোত্র ব্যবহারযোগ্য, পৃঃ ১০৫৬।

১ম ধুয়ো : আমি * প্রভুর সম্মুখে চলতে থাকব
জীবিতের দেশে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ ক
২য় ধুয়ো : হায়! * আমি তো প্রবাসী ;
আমি যে প্রভুর দেশ থেকে দূরে আছি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২০
৩য় ধুয়ো : প্রভু * যত অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন,
রক্ষা করবেন তোমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২১
৪র্থ ধুয়ো : প্রভু, * তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ,
কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু? (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩০
৫ম ধুয়ো : এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, * আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।
তিনি তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন (আল্লেলুইয়া)।

ঈশ্বরের সেবক খ্রীষ্ট **গীতিকা ফিলি ২:৬-১১**

অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও
তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না ;
বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে
তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন ;

আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায়
নিজেকে অবনমিত করলেন।

আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন,
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম,
যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—
এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে, 'যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।'

৫ম ধুয়ো : এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।
তিনি তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন (আল্লেলুইয়া)।

বাণী পাঠ **১ করি ১৫:৫৫-৫৭**

ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন!

শ্লোক

℣ তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
℟ তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
℣ তোমার কৃপার জন্য আমি মেতে উঠব, আনন্দ করব।
℟ আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

বিকল্প

℣ তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।
℟ তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।
℣ তুমি আবার আসবে জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে,
℟ তাদের বিশ্রাম দান কর।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পিতা * যাদের আমাকে দান করেছেন,
তারা আমার কাছে আসবে ;
আর যে কেউ আমার কাছে আসে,
তাকে আমি কখনও ফিরিয়ে দেব না।

পাস্কাকাল

ধুয়ো : যিনি * ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি পাতাল ধ্বংস ক'রে
জগৎত্রাতারূপে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের মরণশীল দেহকে আপন গৌরবময় দেহেরই মত রূপান্তরিত করে তুলবেন, আসুন, সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

হে প্রভু, তুমিই আমাদের জীবন, আমাদের পুনরুত্থান।

-হে জীবনেশ্বরের পুত্র, তুমি বন্ধু লাজারকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলে। আপন রক্তদানে যাদের পাপমুক্ত করেছ, সেই সকল মৃত ভক্তকে অনন্ত জীবন-পূর্ণতায় পুনরুত্থিত করে তোল।

-হে দুঃখীজনদের সান্ত্বনাদাতা, তুমি লাজারের দুই বোনকে, সেই মৃত তরুণ আর সেই মৃত তরুণীর আত্মীয়স্বজনদের সান্ত্বনা দিয়েছিলে। আপন প্রিয়জনদের মৃত্যুর জন্য যাঁরা আজ অশ্রু ফেলেন, তুমি তাঁদের সান্ত্বনা দান কর।

-হে ত্রাণকর্তা, আমাদের নশ্বর দেহকে পাপের হাত থেকে মুক্ত কর ; আমাদের দান কর অনন্ত জীবনের পুরস্কার।

-হে মুক্তিদাতা, তোমাকে জানে না ব'লে যারা নিরাশ হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের দিকে মুখ তুলে চাও। সহায়তা কর, তারাও যেন পুনরুত্থান ও ভাবী জীবনের কথা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে।

-সেই জন্মান্ধ লোক যেমন তোমাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল, তেমনি আমাদের মৃত ভাইবোনেরাও যেন আনন্দের সঙ্গেই তোমার শ্রীমুখের দর্শন পেতে পারেন।

-হে প্রভু, আমাদের এই মর্তলোকের দেহ-তাঁবু যখন ক্ষয় হবে, তখন তুমি সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমের শান্তিতে আমাদের জন্য শাশ্বত আবাস প্রস্তুত কর।